CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 8 June, 2021 ■ আগরতলা, ৮ জুন, ২০২১ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৮ উর্ধে সবাইকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন, নভেম্বর পর্যন্ত নিখরচায় দেওয়া হবে রেশনও ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে বড়সড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, ২১ জুন থেকে ১৮ উর্ধে সবাইকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যের হাতে থাকা ২৫ শতাংশ দায়িত্বও নেবে কেন্দ্র, ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর। মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশ ভ্যাকসিন কিনতে পারবে বেসরকারি হাসপাতাল।সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন তিনি করোনা মোকাবিলায় দেশের সার্বিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি বলেন, এক বছরের মধ্যে দুটি টিকা তৈরি করে আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে নেই।

মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমেই বলেন, করোনাকে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে সবথেকে মারাত্মক মহামারী বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই চলছে। আপনারা যারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের খুইয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আছি। ১০০ বছরে সবথেকে ব্যাপক মারাত্মক মহামারী।

এদিন তিনি দেশে করোনা দ্বিতীয় ধাক্কায় ব্যাপক হারে সংক্রমণের জেরে আচমকা সব টলমল করতে থাকা চিকিৎসা পরিস্থিতিতে নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বে এরকম মহামারী কেউ দেখেনি। দেশ একসঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে।কোভিড হাসপাতাল থেকে টেস্টিং ল্যাব তৈরি হয়েছে। নতুন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে।

গত দেড়বছরে ভারতে ব্যাপক চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এই পরিমাণ মেডিক্যাল অক্সিজেনের চাহিদা আগে আসেনি। এর জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ হয়েছে। বায়ুসেনা-নৌসেনা সম্মিলিত ভাবে কাজ করেছে। অক্সিজেনের উৎপাদন বেড়েছে। বিশ্বের সব কোণা থেকে যা পাওয়া যায় সব আনা হয়েছে।খুব কম সময় তরল অক্সিজেনের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়ানো গিয়েছে।'

টিকাকরণ নিয়ে নাম না করে কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আগে বিদেশে ভ্যাকসিনেশন শেষ হলে তবেই ভারত ভ্যাকসিন পেত। ২০১৪ সালে দেশ আমাদের সেবার সুযোগ দেওয়ার পর তখন টিকাকরণের গড় ৬০ শতাংশের আশপাশে ছিল। যা অত্যন্ত চিন্তার। যে গতিতে ভারতের টিকাকরণ চলছিল, তাতে দেশের ১০০ শতাংশ টিকা পেতে ৪০ বছর লেগে যেত। আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য মিশন ইন্দ্রধনু চালিয়েছি। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিনেশনের চেষ্টা হয়েছে। আমরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করেছি। স্রেফ ৫-৬ বছরের মধ্যে ভ্যাকসিনেশন কভারেজ ৬০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ করেছি। আমরা ১০০ শতাংশ টিকাকরণের দিকে এগোচ্ছিলাম, তখনই করোনা আঘাত হানে।

এবিষয়ে তিনি আরও বলেন, এই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন আমাদের কাছে রক্ষাকবচ। ভ্যাকসিনের চাহিদার তুলনায় নির্মাতাদের সংখ্যা অনেক কম। যখন করোনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সারা বিশ্ব আতঙ্কে ছিল যে এত বড় জনসংখ্যায় কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৮ বছরের উর্ধে সকল নাগরিককে করোনার বিনামূল্যে টিকাকরণের যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শ্রীদেব এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে সেজন্যও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভিডিও বার্তায় আরও উল্লেখ করেছেন, রাজ্যের ১৮ বছরের উর্ধের মানুষকে বিনামূল্যে করোনার টিকা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই মোতাবেক ভ্যাকসিন বাবদ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৩৪ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

নতুন মুখ্যসচিব পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন কুমার অলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরায় নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কুমার অলক। আজ সোমবার তিনি কাজে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৯৯০ ব্যাচের আইএএস কুমার অলক ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। ত্রিপুরায় তিনি অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে দায়িত্ব পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে দিল্লি চলে যান। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ কুমারকে নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরা ভবনে স্পেশাল চিফ রেসিডেন্ট কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কুমার অলক।

আজ এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কুমার অলক আন্তরিকভাবে কাজ করবেন। মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লেনদেন ইস্যুতে আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। দোকান বাকির টাকা চাইতেগিয়ে এক যুবকের দ্বারা আক্রান্ত হয় মহিলা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের সেন পাড়ার বাসিন্দা সুবল দে এর সহধর্মীনে দোকান বাকির টাকা চাইতেগেলে এলাকার যুবক অজয় দে আক্রামন করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার বিবরন জানাতেগিয়ে আক্রান্ত মহিলা সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান গতকাল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় সেন পাড়ার বাসিন্দা তপন দের ছেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সাংবাদিক আক্রান্তের ২৪টি মামলা, ১৬টির চার্জশিট জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরায় সাংবাদিকদের উপর হামলায় ২০২০ সাল থেকে এ বছর ৫ জুন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে আটটি জেলার বিভিন্ন থানায় মোট ২৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এআইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী এই তথ্য দিয়ে বলেন, এ বছরের ৫ জুন অবধি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের উপর হামলার মোট ২৪টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬টি মামলায় পুলিশ তদন্ত শেষে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) গত কয়েকদিনে সাংবাদিক এবং মিডিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ডিজিপি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা এসপি-দের সাথে বৈঠকে এ জাতীয় সকল মামলার পর্যালোচনা করেন। এসপিদের সাথে আলোচনার সময় দেখা গেছে, ২০২০ সালে ১৭টি এবং ২০২১ সালে সাতটি মামলা নিবন্ধিত হয়েছে, চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, নিবন্ধিত ২৪টি মামলার মধ্যে ১৬টি মামলায় চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। তিনটি মামলায় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিয়েছেন। বাকি পাঁচটি মামলা এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ আরও জানিয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটি মামলায় ক্ষতিগ্রস্থরা দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে সক্ষম হননি। কিন্তু পুলিশ তাদের শনাক্ত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে এবং ফলস্বরূপ ১৫ জনেরও বেশি লোককে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, নিবন্ধিত মামলার তদন্ত পুরোপুরি যোগ্যতা ও প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী সাত বছরের বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মামলার নোটিশও জারি করা হয়েছে।

এআইজি আরও বলেন, মিডিয়ার বিষয়গুলি মোকাবিলার জন্য আলাদা কোনও আইন নেই। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, কোনও সংবাদ মাধ্যমের লোকই মামলার যথাযথ নিবন্ধকরণ বা তদন্ত সম্পর্কে তাঁর কাছে এখনও অভিযোগ করেননি। তাতে স্পষ্ট, অভিযোগকারীরা পুলিশের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট। এমন-কি অভিযোগের ক্ষেত্রে যে সব অভিযোগ প্রথম দিকে অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়েছে, আইপিসি বিভাগের আওতায় মামলাগুলি নিবন্ধভুক্ত করা হয়েছে যা অভিযোগের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, বলেন তিনি।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষা নিয়ে অনলাইনে অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত চেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। অনলাইনে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে অভিভাবকরা মতামত দিতে পারবেন। আগামীকাল থেকে ১৫ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মতামত জানানো যাবে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজ তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী ১৪ জুন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতর কর্তৃক আয়োজিত ওই বৈঠকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মনোবিদ, সাংবাদিক এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে ডাকা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের সম্মিলিত বিশ্লেষণ পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে।

তাঁর বক্তব্য, বৈঠক হবে ঠিকই, তবুও আজ ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছি। তাঁদের মতামত নিয়েছি। কিন্তু এত অল্প কয়েকজনের মতামত যথেষ্ট নয়। তাই, পর্ষদের ওয়েবসাইটে বৃহৎ অংশের অভিভাবকদের মতামত জানতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর মতে, অনেক রাজ্যে ইতিমধ্যে পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অনেকেই ইতিমধ্যে পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের দিকে আমরাও নজর রাখছি।

তাঁর দাবি, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই, তাঁদের মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, পরীক্ষার পক্ষে না বিপক্ষে, পর্ষদের ওয়েবসাইটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলী থানায় হাজিরা দিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বর্ষিয়ান সিপিআইএম নেতা ভানু সাহা আমতলী থানায় পুলিশের আহবানে হাজিরা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ভানুলাল সাহার একটি পোস্ট কে কেন্দ্র করে আমতলী থানা সহ দশটি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ষিয়ান নেতা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানু লাল সাহা কে আমতলী থানায় তলব করা হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, নিয়ন্ত্রণে শূণ্যে গুলি চালাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ জুন।। রবিবার শহীদ কৃষকদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবারেও বিলোনিয়া রাধানগর বাজারে উত্তেজনা শুরু হয় সকাল থেকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে দুই রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ এর পাশাপাশি ছুড়তে হয়েছে কাঁদানো গ্যাস জানা যায় পুলিশ সূত্রে।

ঘটনাস্থলের দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রনধীর দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর বাহিনী। জানা যায় সমীর পাল, শিমুল পাল ও বিকাশ দাস রাধানগর বাজার সকালে সবজি বিক্রি করার জন্য যাওয়ার পর, অভিযোগ উঠে সমীর পাল ও শিমুল পালকে বিজেপি পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে মারধর করে আহত করে তোলে দুইজনকে। অপরদিকে বিকাশ দাস কে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও থামছে না মৃত্যু মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। দৈনিক সংক্রমণ গত ২৪ ঘণ্টায় অনেকটা কমেছে। কিন্তু মৃত্যু-মিছিল কোনওভাবেই থামছে না। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৩৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ছয়। দৈনিক মৃত্যু ফের বেড়েছে, ফলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। তবে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হার বৃদ্ধির চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। অবশ্য দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। কিন্তু দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৮,৮২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৩৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেকটা কমে হয়েছে ২.৬৬ শতাংশ। এদিকে, ফের আটজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা। নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১০১ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা-আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৩১৮ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৩৪১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭,৪৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ১৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২১৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা-আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৩১৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৫,৪৬৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৯,৫১৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.২৫ শতাংশ। তেমনি সুস্থতার হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৮৯.৩৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৩ শতাংশ। নতুন করে আটজনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে একাধিক বাড়িতে হামলা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি ডিআরপিও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। কমলপুরে গতকাল স্থানীয়দের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনায় অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে ডেমোক্র্যাটিক রাইটস প্রটেকশন অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরা। সংগঠনের সভাপতি তথা প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারপতি দিলীপকুমার দাসচৌধুরী ওই ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। পাশাপাশি, আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধের জন্য আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে পুলিশের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি)-এর কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এক প্রেস বিবৃতিতে দিলীপ দাসচৌধুরী বলেন, ডেমোক্র্যাটিক রাইটস প্রটেকশন অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছে, কমলপুরে গতকাল করোনা কারফিউ চলাকালীন রাজ্য সরকারের জনৈক মন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক দল বিজেপির সশস্ত্র বাহিনী বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়ি ঘরে আক্রমণ চালিয়ে মানুষজনকে দৈহিক আক্রমণ ও জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। ওই ঘটনা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে, ওই ঘটনা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সংগঠন ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। সংগঠনের পক্ষে দাসচৌধুরীর দাবি, এতে মানুষের শান্তিপূর্ণ বসবাসের মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, অপরাধীদের চিহ্নিত করে পুলিশকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, উপদ্রুত এলাকায় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাও দাবি করে কমলপুরে সংগঠিত ঘটনায় রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন ডেমোক্র্যাটিক রাইটস প্রটেকশন অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরার সভাপতি তথা প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারপতি দিলীপকুমার দাসচৌধুরী।

এদিকে, আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধের আহ্বান জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাসকদলীয় কর্মীদের দ্বারা দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় পর্বে করোনা ভাইরাস বাচ্চাদের জন্য ভয়ঙ্কর

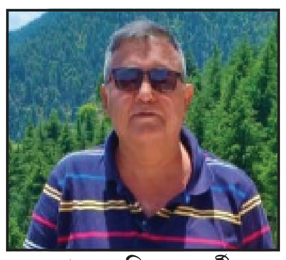

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী

এই করোনা নামক রোগটা ২০১৯ইং ডিসেম্বর মাসে চিন দেশের 'উহান' শহর থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে। এখন পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে ২.৮৪ কোটি লোক এই রোগে ভুগেছেন এর মধ্যে ৩.৩৮ লক্ষ রোগী এবং বেঁচে গেছেন ২.৬৮ কোটি লোক। যখন থেকে দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়ে তখন থেকেই ভাবা হত শিশু ও বাচ্চরা এই ভাইরাস ছড়াচ্ছে বেশি Super Spreaders। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে। ০-১৯ বছরের বাচ্চারাও করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ২০২০ ইংরেজিতে বেশির ভাগ শিশুদেরকোন উপসর্গ ছিল না বা আক্রান্তের সংখ্যা কম ছিল। ক্রমশ এই ভাইরাসারে আক্রমণ ক্ষমতা বেশি হচ্ছে এবং এক সাথে ৩/৪ টে Strain দেখা যাচ্ছে এবং বাচ্চারা আক্রান্ত হচ্ছে, জ্বর, পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা, দুর্বলতা এবং ক্লান্তিভাব আছে। এখনও শিশুদের ক্ষেত্রে Covid এবং R.T.P.C.R Negative আসছে। যদি সন্দেহ হয় আমরা কোন Covid রোগীর সংস্পর্শে এসেছি বা সর্দি-কাশি-জ্বর হয় সেক্ষেত্রে মা-বাবা বাচ্চাদের থেকে আলাদা থাকা উচিত করোনার উপসর্গ না থাকলেও হাত সাবন দিয়ে ধুয়ে স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন এবং অবশ্য নাক মুখ থেকে মাস্ক পরবেন। যদি কোন বাচ্চার জ্বর হয় এবং পরিবারের অন্যরা সুস্থ থাকে

সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের Covid আক্রান্ত হয়েছে মনে করা যেতে পারে কারণ এখনকার সময়ে এই রোগটার প্রাদুর্ভাবই বেশি দেখা যাচ্ছে। জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাবে, জ্বর যদি ৩ দিনের বেশি সময় থাকে তবে বাচ্চাটিকে Covid Test করাতে হবে। বাচ্চাদের সাধারণত RTPCR নাকের সোয়াব থেকে) পরীক্ষা করাতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্দি-কাশি, কোন কোন ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে। রোগের উপসর্গ নিয়ে যেন আমরা সবাই সতর্ক থাকি বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করাতে হবে। Covid হয়েছে এমন শিশু যদি সংক্রমণ ঘটায় তা চার সপ্তাহ বাদে বোঝা যায়। পরিবারের সবাই Covid রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এটাকে বলে Kwasaki -র মত অসুবিধে, যেমন শরীরি র‍্যাস থাকবে, চোখ লাল হবে জিব, হাত ও পায়ে ব্যথা হবে এই বাচ্চাদিকে ১ মাস ধরে দেখতে হবে কারণ রোগটি ভয়ঙ্কর। অনেক বাচ্চাকেই হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করাতে হয়। বাচ্চাদের নিরাপদ রাখুন। বাচ্চাদের বেশি মাত্রায় জল ও তরল পদার্থ খাওয়াবেন, বাচ্চাদের যোগ ব্যয়াম করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকছড়ায় দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সিধাইয়ের ভাটি ফটিকছড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় দুটি দ্রুতগামী বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবককে জিবি ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। সিধাই থানার মোহনপুর ফটিকছড়া এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। আহত যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত যুবকের নাম জয়ন্ত সরকার। বয়স ৩৫।বাড়ি তুলা বাগান এলাকায়। আহত যুবক পেশায় কাঠমিস্ত্রি। জানা যায়, বিপরীত দিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত দুই

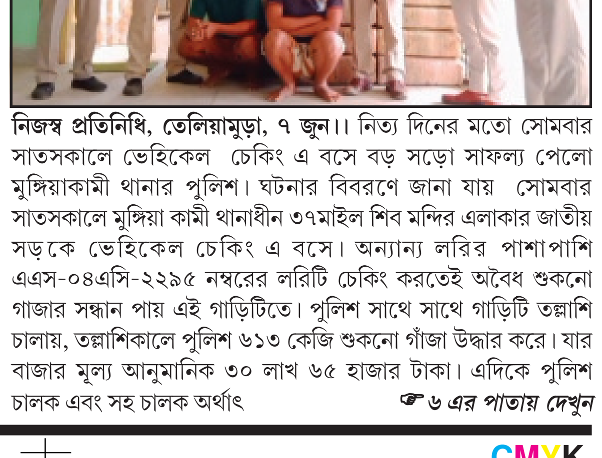

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। নিত্য দিনের মতো সোমবার সাতসকালে ভেহিকেল চেকিং এ বসে বড় সড়ো সাফল্য পেলো মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার সাতসকালে মুঙ্গিয়া কামী থানাধীন ৩৭মাইল শিব মন্দির এলাকার জাতীয় সড়কে ভেহিকেল চেকিং এ বসে। অন্যান্য লরির পাশাপাশি এএস-০৪এসি-২২৯৫ নম্বরের লরিটি চেকিং করতেই অবৈধ শুকনো গাজার সন্ধান পায় এই গাড়িটিতে। পুলিশ সাথে সাথে গাড়িটি তল্লাশি চালায়, তল্লাশিকালে পুলিশ ৬১৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩০ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এদিকে পুলিশ চালক এবং সহ চালক অর্থাৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৩৫ ▫ ৮ জুন ২০২১ ইং ▫ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

যে কোন দেশ জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ শিশুরা। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক শিশুকে তাহার মেধার বিকাশ ঘটাইবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করিতে হইবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলেই একদিকে যেমন শিশুশ্রম হইতে দেশ ঠিক তেমনি আজকের শিশু আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে সক্ষম হইবে। সেজন্য দেশের তালিকা চালিকা শক্তিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার লক্ষ্যেই শিশু কল্যাণ কর্মসূচি ভারতের ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছিল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ নিউট্রিশনাল সাপোর্ট টু প্রাইমারি এডুকেশন। ১৫ আগস্ট, ১৯৯৫ সালে এই প্রকল্প চালু করিয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার।জাতীয় এই কর্মসূচির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা। বিশেষ করিয়া যেসব ছোট ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে যায় তাহাদের খিদে ও পুষ্টির ঘাটতি দূর করা। প্রাথমিকভাবে সারা দেশের ২,৪০৮টা ব্লককে যুক্ত করা হইয়াছিল। সরকারি, সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত এবং পুরসভা প্রভৃতি লোকাল বডির মাধ্যমে যেসব স্কুল চলে, তাহাদের প্রথম-পঞ্চম শ্রেণির বাচ্চাদের দুপুরের খাবার দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হইয়াছিল। দু'বছরের মধ্যে১৯৯৭-৯৮ সালে প্রকল্পটি সারা ভারতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছিল, এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুদের দৈনিক ৩০০ ক্যালোরি এবং ১২ গ্রাম প্রোটিনের জোগান নিশ্চিত করিতে হইবে। ২০০৭ সালে পরিধি আরও বাড়ানো হইয়াছিল। যুক্ত হইয়াছিল ৩,৪৭৯টা পিছাইয়া পড়া ব্লকের ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদেরও। পাল্টাইয়া ফেলা হইয়াছিল কর্মসূচিটার নামওন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ মিড ডে মিলস ইন স্কুলস। উল্লেখ্য যে, এই মানবিক ও শিক্ষানুরাগী কর্মসূচিটার সঙ্গে মাদ্রাজের একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। ১৯২৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রথম মিড ডে মিল চালু করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতে, ১৯৬২-৬৩ সালে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারই প্রকল্পটা পুনরায় গ্রহণ করে। তখন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজ। তিনি মাদ্রাজ শহর দিয়া শুরু করিয়া সারা তামিলনাড়ুতে এর সুফল ছড়াইয়া দেন। শিক্ষার বিস্তারে প্রকল্পটার ম্যাজিকের মতো প্রভাব পড়িয়াছিল। তারপর দেশব্যাপী চর্চা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে কেরল সরকার তাহাদের রাজ্যেও প্রকল্পটি গ্রহণ করে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে বারোটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ কোষাগার থেকে প্রকল্পটা চালাইবার সিদ্ধান্ত নিল। কয়েকটা রাজ্য মিড ডে মিল কর্মসূচি চালাইতে লাগিল বিদেশি বা আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভর করে। ১৯৯৭ সালে একটু অন্যভাবে অগ্রসর হইয়া আসিল কর্ণাটক রাজ্য সরকার। অবশেষে এল ১৯৯৫ সালের সেই স্বাধীনতা দিবস। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতের স্কুলপড়ুয়া শিশুদের পুষ্টি বিধানের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া নিল। আমরা জানি, মিড ডে মিল একটা জাতীয় কর্মসূচি। সারা দেশের নানা ধরনের ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ১২ কোটির বেশি ছেলেমেয়েকে এখন পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা। এখন এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি স্কিম। শিক্ষার অধিকার, শিশুর অধিকার এবং খাদ্যের অধিকার রক্ষার মতো তিনটে জাতীয় সুরক্ষা আইনের রক্ষাকবচ দ্বারা মিড ডে মিল সুরক্ষিত। আইনটার আজকের যে বিশাল ব্যাপ্তি এর পিছনে নাগরিক আন্দোলন এবং শীর্ষ আদালতের বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। অভিজ্ঞতা থেকে সারা পৃথিবী জানিয়াছে যে, দারিদ্রই হইল সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আবার দারিদ্রের কারণ অশিক্ষা ও ভগ্নস্বাস্থ্য। আর এই তিনে মিলে একটা দুষ্টচক্র। আমাদের দেশের গরিবিটা এমন স্তরের যে কয়েক কোটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করার বয়সে আয় রোজগারের ধান্দায় নামিয়া যাইতে হইতো। স্কুলে পাঠানো দূরে থাক, বাবা-মা তাদের সকলকে পেট ভরিয়া খেতে দিতে পারিত না। আট-দশ বছর বয়সে তারাই বরং বাহির হইয়া পড়িত নিজের খিদের অন্ন জোগাড় করিতে। পরিবারের আয়ের সঙ্গে অল্পস্বল্প টাকা যোগ করিবার দায়িত্বও পড়ত তাহাদের উপর। এই বাচ্চারা শুধু শ্রম বেচত না, কিছু বিপজ্জক কাজেও জড়াইয়া পড়িত।গত দু'-তিন দশকে শিক্ষার হার অনেকটা বাড়িয়াছে। কমিয়াছে স্কুলছুটের হার। শিশু শ্রমিকও অনেক কমানো গিয়াছে।

এই তিন সাফল্যের জন্য মিড ডে মিল কর্মসূচিকে বিরাট কৃতিত্ব দিতেই হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণসাক্ষর হওয়ার থেকে ভারত এখনও (২০১১ জনগণার হিসেব অনুসারে) বহু যোজন দূরে রহিয়াছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নারী শিক্ষার। সার্বিক সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪ শতাংশ। সাক্ষরতার হার পুরুষের মধ্যে ৮২.১৪ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে ৬৫.৪৬ শতাংশ। স্কুলছুট এবং শিশুশ্রম নির্মূল করাই ভারতের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। মিড ডে মিল স্কিমের আরও বিস্তার এবং দ্রুত উন্নতি বিধানই দেশকে ওই লক্ষ্যে উন্নীত করিতে পারে। সেখানে স্কিমটার রূপায়ণে গাফলতি এবং নানা ধরনের অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি চিহ্নিত হয়। দুর্বল ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার এই পৈশাচিকতার জন্য কোনও নিন্দাই যথেষ্ট নয়। দেশীয় আইনে চরমতম সাজাই এদের প্রাপ্য। দারিদ্রমুক্ত ভারতের বীজ নিহিত এমনই কঠোর মানবিক পদক্ষেপগুলোর অন্দরে। বর্তমানে এই প্রকল্পটির সারাদেশে মিড ডে মিল প্রকল্প হিসেবে পরিচিত। এই প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করতেছে শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার আঙ্গিনায় অধিক সংখ্যায় উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এই প্রকল্প চালু করিবার ফলে গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা খাদ্যের নিশ্চয়তা পাইয়াছে। এই প্রকল্পকে আরো গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য সরকারকে সময় উপযোগী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই যথার্থ সার্থকতা মিলিবে।

প্রভাবশালী ত ত্ব নিয়ে ফের তর্ক নারদা মামলার শুনানীতে

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : "কেন আদালতে হাজির হয়েছিলেন আইনমন্ত্রী? তিনি কি নিয়মিত আদালতে আসেন?" আদালত এভাবেই বুঝিয়ে দিল, আদালতে রাজ্যের আইনমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বিচার বিভাগ। নারদ-মামলায় গ্রেফতার হওয়া নেতা-মন্ত্রীদের তরফের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কাছে সোমবার আদালতের প্রশ্ন, সোমবার আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া থেকেই উঠে আসে শুনানি ও গ্রেফতারির সময় প্রতিবাদের প্রসঙ্গ। উঠে আসে প্রভাবশালীদের উপস্থিতির বিষয়টিও। নিম্ন আদালতে মন্ত্রীর হাজিরা থেকে নিজাম প্যালেসের বাইরে তৃণমূল সমর্থকদের ভিড়, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি, প্রথম থেকেই এই বিষয়গুলি আদালতের সামনে তুলে ধরছে সিবিআই। সোমবার সিবিআইয়ের সেই যুক্তির পাল্টা দিলেন নারদ মামলায় গ্রেফতার হওয়া নেতা-মন্ত্রীদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষের আইনজীবী জানান, "এমন বিখ্যাত মানুষদের বিচারের সময় ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য বিচার প্রভাবিত হয় না। পি চিদাম্বরমকে নিয়ে মামলার শুনানির সময়েও ভিড় হয়েছিল, সঞ্জয় দত্তের মামলাতেও তাই হয়েছিল, তা বলে তো বিচার প্রভাবিত হয়নি। এ ক্ষেত্রেও নিম্ন আদালতের বিচার প্রভাবিত হয়নি।" কিন্তু আদালত যুক্তি দিয়ে বলে, "মনে রাখবেন, এটা সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নয়, এটা একটি নির্দিষ্ট পক্ষের সমর্থকদের প্রতিবাদ।"

নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি ছাড়াও প্রশ্ন তোলেন বলেন, "এখানে ভিড়ের প্রসঙ্গ বার বার আসছে কেন? সিবিআই সঠিক পথে কাজ করতে পারছে না বলেই কি আদালতের সামনে ভিড়ের প্রসঙ্গ তুলে আনছে?" এর পরেও সিঙ্ঘভির দাবি, "কেন এত দিন পরে গ্রেফতার করা হল এঁদের? এরা কেউ ২০১১ সাল থেকে মন্ত্রী, এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ২০১৬ সালে, তার পরেও দীর্ঘদিন তদন্ত চলছে। তার পরে এতদিন পর অর্থাৎ ২০২১ সালে কেন এদের গ্রেফতার করা হল? কেন এই বছর ভোটের পর সদ্য মন্ত্রিসভা যেই তৈরি হল, সঙ্গে সঙ্গে কেন গ্রেফতার? এত দিন পরে কীসের প্রমাণ লোপাটের চিন্তা?"

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রজাতি আর সাইক্লোনের গল্প

সম্বৃত ঘটক

১৯৪৪ সালে ৫ জুনের ভোরবেলা। ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে প্যারাটু পার নামিয়ে আক্রমণ শানানোর সময় হিসাবে এই মুহূর্তটাকেই বেছে নিয়েছিলেন মিত্রশক্তির কমান্ডার ডি. আইজেনহাওয়ার। ইতিহাসে আমরা এই ঘটনাকে 'ডি-ডে' নামে জানি, যেখান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে মিত্রশক্তির বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

আমেরিকার আবহাওয়াবিদরা ওদিনটায় আবহাওয়া ভাল থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদরা অন্য একটি এয়েদার ফ্রন্ট দেখতে পেয়ে অন্যরকম আশঙ্কা করেন। শেষমেশ, আবহাওয়াবিদ ক্যাপ্টেন জেমস মার্টিন স্ট্যাগ, আইজেনহাওয়ারকে রাজি করান অভিযান পিছিয়ে দিতে। ইংলিশ চ্যানেলের উল্টোপারে, জার্মানরাও এ -অশঙ্কা করল, এবং তাদের আবহাওয়াবিদরা জানালেন—খারাপ আবহাওয়া থাকবে জুনের মাঝামাঝি অবধি। নিশ্চিন্ত জার্মানদের ফিল্ড মার্শাল রোমেল, তাঁর স্ত্রীকে জন্মদিনের উপরাহর দিতে, জার্মানি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জুনের ৪ আর ৫ তারিখে, মিত্রশক্তির আবহাওয়াবিদরা আন্দাজ করলেন, জুনের ৬ তারিখ, ঝড়-বৃষ্টির একটু বিরতি ঘটতে পারে। আইজেনহাওয়ার সেই সুযোগ নিতে চাইলেন।

৬ জুনের সকালে যখন প্যারাটুপাররা 'এনিমি লাইন'-এর পিছনে নামছে তখনও আবহাওয়া বেশ খারাপ। কিন্তু দুপুরের মধ্যেই হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, পূর্বাভাস অনুযায়ী। জার্মানরা হতভম্ব—একটি মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ওখানেই একরকম নির্ধারিত হয়ে গেল। এর বহুদিন পর, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জন এফ, কেনেডি, শপথগ্রহণ করতে যাওয়ার পথে পূর্বাবর্তী প্রেসিডেন্ট আইজেনহায়ারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নর্মান্ডি আক্রমণ সফল হয়েছিল কেন? আইজেনহাওয়ার উত্তর দিয়েছিলেন, 'Because we had better meteorlogisis than Germans' সঠিক বা বেঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস, এভাবেই ইতিহাসের গতিপথকে আচমকা বজলে দিতে পারে, দিয়েছে একাধিকবার। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে, আবহাওয়ার চমৎকার পূর্বাভাস আমাদের চোখ এড়ায়নি। এড়ায়ানি আমফানের ক্ষেত্রেও। দু'ক্ষেত্রেই, প্রায় একসপ্তাহ আগে থেকে বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। এ জিনিস, এমনকী এক দশক আগেও, ভাবা যেত না।

কী করে এই অভাবনীয় উন্নতি, সে-গল্প শুরু করতে আমাদের তাকাতে হবে অতীতের দিকে। একটু বেশি অতীত থেকেই শুরু করা যাক, গল্প জমবে ভাল। একটু গুছিয়ে বসা যাক।

ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এই বঙ্গদেশে এই ঝড় নিয়ে মানুষের কোনও জজ্ঞান ছিল না, তা একেবারেই নয়। বাংলা অঞ্চলে সমুদ্রবাণিজ্যের ইতিহাস অন্তত আড়াই -তিন হাজার বছরের পুরনো। মঙ্গলকাব্যে ধনপতির সিংহল যাত্রা, কিংবা প্রায় ৪০০ খ্রিস্টাব্দের আশপাশে ফা হিয়েনের সিংহলযাত্রার টাইমিং ও বিবরণ থেকেই বোঝা যায় এই বিশেষ ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত ও খানিক জ্ঞান আমাদের পূর্বজদের বহুদিন থেকেই ছিল। তা কত দুর এগিয়েছিল, তা চর্চার বিষয়। কিন্তু হয়তো হয়েছে এবং অনেকটার উপর থেকেই পর্দা হয়তো এখনও ওঠেনি। কিন্তু আধুনিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে তাদের মোলাকাত হয়। ১৭৩৭-এ কলকাতার উপর দিয়ে যাওয়া এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের বিবরণ পাওয়া যায়, যার ফলে সম্ভবতি তিন লাখের বেশি লোক মারা পড়েছিল। কলকাতায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়, রাইটার্সের কাছে, কলকাতার প্রথমে ইংলিশ চার্চ, সেন্ট আন'স চার্চ ধ্বংস হয়ে যায়। শোনা যায়, গঙ্গায় নাকি মরা বাঘ, হরিণ, গণ্ডার ভেসেছিল।

ঘূর্ণিঝড়ের সেকাল

১৮৩১ নাগাদ, পূর্ব সাসেক্সে জন্ম নেওয়া এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হেনরি পিডিংটন কলকাতায় পাকাপাকি বসবাস শুরু করেন (এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করে থেকে গিয়েছিলেন এই বাংলারই বুকে, চন্দননগরে)। ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা-সহ বিবিধ বিষয়ে তাঁর ছিল উৎসাহ। কলকাতায় এসে বিবিধ বিষয়ে চর্চাও তিনি পুরোদমে চালিয়ে যান।, অনেক কাজ প্রকাশও করেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র জার্নালে। ১৮৩৮ সালে হেনরি পিডিংটন হাতে পান বারমুড়ায় কর্মরত তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (পরে উনি গভর্নর জেনারেল হবেন) উইলিয়াম রেডের 'An Aftempt to Develop the Law of Storma by Means of Facts', ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় দেখে তা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন রেড। এই বই পড়েই হেনরি সাহেবের উৎসাহ জেগে ওঠে ঘূর্ণিঝড়-চর্চায়, তিনি তাঁর জাহাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। নানা জাহাজের লগবুক থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন, ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতাও পান। অতীতের ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য, উপকূল অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরপর ঘূর্ণিঝড়ের উপরে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাঁর ম্যাগনাম ওপাস "The sailor's Hornbook for the Law of stoms" এর দ্বিতীয় সংস্কারণে (১৮৪৮-এ প্রকাশিত) ভারত মহাসাগরে এই বিশেষ ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'সাইক্লোন' রাখেন। সাইক্লোনের কেন্দ্রযে শান্ত এবং তা ঘিরে থাকে ভয়াবহ ঘূর্ণবাত, এই পর্যবেক্ষণও জানান। তথ্য সংগ্রহ তথা নাবিকদের ঘূর্ণিঝড় এড়ানোর সুবিধার্থে 'হর্নবুক' নামে বিশেষ একটি কার্ডও তৈরি করেন।।

এই সময়েই, কলকাতা বন্দরের নাব্যতার সমস্যা টের পেয়ে, ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর ধারে, বৃদ্বীপের উত্তরাংশে, 'পোর্ট ক্যানিং' গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেয়। ১৮৫৩ সালে বড়লাটকে লেখা এক চিঠিতে পিডিংটন সতর্কবাণী শোনান---প্রত্যেককে সেদিনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যখন অক্টোবরে একটি ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় এসে পড়বে এই বন্দরের ওপর, তাতে লবণাক্ত জলের যে জলোচ্ছ্বাস ঘটবে—তা এই বন্দরকে মুহূর্তে ৫ থেকে ১৫ ফুট জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে। ব্রিটিশ সরকার এই কথায় কর্ণপাত করেনি। বাদাবন পরিষ্কার করে, ১৮৬৪-তে হইহই করে চালু হয়ে যায় 'পোর্ট ক্যানিং'। তাকে ঘিরে নতুন রেল স্টেশন, শহর হোটেল সুদৃশ্য সরকারি হর্ম্যরাজি। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৮৬৭ সালের ১ নভেম্বর, একটি সাইক্লোনের কেন্দ্র চলে যায় ক্যানিংয়ের উপর দিয়ে, সঙ্গে ৬ ফুট জলোচ্ছ্বাস, রেলস্টেশন, জেটি, শহর তছনছ করে। এরপরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে শহর-বন্দরের পাট প্রায় চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। ১৮৭৩ সালের কালেক্টরের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানির গুটিকয় কর্মচারী ছাড়া, ক্যানিংয়ে আর কেউ থাকে না। পরপর এরকম কয়েকটি সাইক্লোনের ধাক্কা এবং বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি দেখে ব্রিটিশ সরকার একটি আবহাওয়া দফতরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, কলকাতায় তা চালু হয় ১৮৭৫ সালে। ১৮২৯ থেকেই অবশ্য পার্ক স্ট্রিটে একটি অবজারভেটরি ছিল, ১৮৫২-য় যার দায়িত্ব পান রাধানাথ শিকদার। এত বড় পদে এক ভারতীয় সম্ভবত এই প্রথম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম করে রিডিং নেওয়া ও সেই রিডিংগুলোকে ত্রুটি-মুক্ত করার পদ্ধতি রাধানাথই শুরু করেন।

আবহাওয়া পূর্বাভাসের শুরুর দিন

১৮৭৫ সালে 'ইইন্ডয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' চালু হওয়ার পর পদ্ধতির কিছু আধানিকীকরণ হয়। চালু হওয়ার পর পদ্ধতির কিছু আধুনিকীকরণ হয়। টেলিগ্রাফেরসাহায্যে তথ্যের আদানপ্রদান শুরু হয় ১৮৭৮ থেকে দৈনিক ওয়েদার রিপোর্ট প্রকাশ করা হতে থাকে। মূলত জোর দেওয়া হত তথ্য সংগ্রহে। বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ রেকর্ড করা। ১৮৮৭ থেকে প্রথম 'ওয়েদার চার্ট' তৈরি হয়। ১৯০৫-এ বেলুন ছেড়ে বায়ুমণ্ডলের উপরের নানা রাশির পরিমাপ শুরু হয়। স্বাধীনতার আগে অবধি মোটামুটি পদ্ধতি বলতে এই। বিভিন্ন জায়গা থেকে অবজারভেশন, ওয়েদার চার্ট তৈরি, আর তার ভিত্তিতে কিছু পূর্বাভাস। পূর্বাভাসের ভিত্তি এই সময়ে ছিল মূলত স্ট্যাটিস্টিক্যাল তথা এম্পিরিক্যাল, অর্থাৎ কী হতে চলেছে, তা নির্ধারণ করা হত অন্য কোনও রাশির সঙ্গে পর্যবেক্ষণজাত সম্পর্কের ভিত্তিতে। সেসব রাশির সঙ্গে পূর্বাভাস দেওয়া রাশিটির সম্পর্কে মূলত নির্ধারণ করা হত পর্যবেক্ষণের স্ট্যাটিস্টিক্স অনুসারে তৈরি করা একটি গাণিতিক সম্পর্ক থেকে। পদার্থবিদ্যার কোনও নির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্র মেনে নয়। যেরকম, একে বারে শুরুতে—বর্ষায় বেশি বৃষ্টি হবে না কি কম, তা পূর্ববর্তী শীতের মরশুমে হিমালয়ের তুষারপাতের পরিমাণ থেকে আন্দজ করা হত। কারণ, বর্ষার বৃষ্টি ও এই তুষারপাতের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল। পরে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রের উষ্ণতা-সহ আরও নানা 'ভেরিয়েবল' ব্যবহার করা হত।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতার পরও পদ্ধতির মারাত্মক কিছু বদল হয়নি। হয়তো কিছু নতুন যন্ত্রপাতি এসেছে, যেমন বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে র‍্যাডার ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৫৪ থেকে। কিছু নতুন রাশির ডেটা সংগ্রহ করা গিয়েছে, অবজারভেশনের উন্নতি হয়েছে, যাতে চলে আসা পদ্ধতিটির কিছু সংশোধন করা গিয়েছে। নতুন অবজারভেটরি থেকে পাওয়া বেশি ডেটা-র ভিত্তিতে কিছু উন্নততর এম্পিরিক্যাল সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে, আরও বেশি ভেরিয়েবল খুঁজে বের করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রেডিকশনের উন্নতি হয়েছে। প্রেডিকশনের উন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা বড় বদল আসে ১৯৬৪-তে। এই সময়েই, আমেরিকার স্যাটেলাইট থেকে ছবি পেতে শুরু করে ভারত। ফলে, কেবল বিভিন্ন ওয়েদার স্টেশনের তথ্য আর বেলুনের বাইরে, পাখির চোখে আবহাওয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেরকম বর্ষার আগুয়ান মেঘরাশি, বা সমুদ্রে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ইত্যাদির ওপর নজর রাখা একটু সহজ হয়। কিন্তু এই তথ্য পাওয়া যেত, যখন স্যাটেলাইট ভারতের ওপর দিয়ে যেত—সেই সময়ের। নিরবচ্ছিন্নবাবে কোনও সিস্টেমের গতিবিধির উপর নজর রাখা এই জাতীয় স্যাটেলাইটে অসম্ভব।

১৯৮০ অবধি আমাদের আবহাওয়া পূর্বাভাসের ব্যবস্থা মোটের উপর এই ড়নতি হয়েছে, কিন্তু খুবই ধীরগতিতে। এবারে সাইক্লোন প্রেডিকশনের কথা ভাবা যাক। বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ ঘনীভুত হচ্ছে। ওয়েদার চার্ট এঁকে বাতাসের গতি ও চাপের কিছু পরিবর্তন দেখলে, আর আমেরিকার স্যাটেলাইট যখন এ ছবি দেবে, তখন সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলে, আমরা খানিক আন্দাজ করতে পারব। আর কোনও উপায় নেই। সাইক্লোন সহ নানা ওয়েদার সিস্টেম তৈরি হয় সমুদ্রে। সমুদ্রে কোনও ওয়েদার স্টেশন নেই, ফলে কী ঘটে চলেছে খোঁজ পাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু জাহাজ থেকে ডেটা পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু তা একেতবারেই অপ্রতুল। ফলে যদিও সাইক্লোন তৈরি হবে কি না, বিভিন্ন রাশির উপর ভিত্তি করে তার যদি বা একটা এম্পিরিক্যাল সম্পর্ক থাকে সেটুকুও বোঝার মতো তথ্য নেই। ফলে দুর্লভ কিছু স্যাটেলাইট ছবি এবং ওয়েদার চার্ট থেকে নিম্নচাপ গভীর হওয়ার খবর পাওয়ার আগে অবধি আন্দজও করা যাবে না। এরকম অবস্থাতেই, ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ১২ তারিখ, পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সাইক্লোন আছড়ে পড়ে বরিশাল সংলগ্ন বাংলাদেশের বোলায়। মৃতের সংখ্যা তিন লাখের বেশি। সাইক্লোন আঘাত হানার মাত্র দিন তিনেক আগে আন্দাজ করা যায়, আমেরিকার স্যাটেলাইট ছবি পেয়ে খবর পাঠায়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার গাফিলতিতে সেই সুযোগটুকুও কাজে লাগাতে পারেনি। ত্রাণকার্যেও গাফিলতি করে সরকার। ফলে একমাস পরের নির্বাচনে ইয়াহিয়া-ভুট্টোদের শোচনীয় পরাজয়, আওয়ামির জয়, অচলাবস্থার সূত্রপাত এবং মুক্তিযুদ্ধ। এই অবস্থায় আমাদের আবহাওয়াবিদরা, যৎসামান্য ডেটা নিয়ে, আমাদের আবহাওয়ার নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার, তার বেটার প্রেডিকশন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুকে বুঝতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এই অবস্থাতেও হয়, যেগুলিকে ভিত্তি করে পরে উন্নত পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা হবে। কোটেশ্বরম, সিক্কা, পি কে দাস -সহ আরও বহু আবহাওয়াবিদের অবদান ভোলার নয়।

আবহাওয়াবিদ্যার একাল

১৯৮২-তে 'ইসরো' তৈরি করে ভারতের প্রথম জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট, (INSAT)। প্রথম বিশ্বের বাইরে এই প্রথম। এই স্যাটেলাইট ভারত এবং তার আশপাশের উপরই নজর রাখবে ২৪ ঘণ্টা। ফলে অন্তত নিম্নচাপের সূত্রপাত থেকে গতিবিধির খবর ভালভাবে পাওয়া যাবে। এতে প্রেডিকশনের দারুণ উন্নতি না হলেও, অন্তত যখন থেকে জিনিসটাকে চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব, তখন থেকে খবরটুকু পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে।টের দশকের শেষদিকে নয়ডায় 'ওয়েদার প্রেডিকশন মডেল' ব্যবহার করার প্রাথমিক চেষ্টা করতে শুরু হল, 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টিং'-এ। এখানে ভারতের প্রথম ওয়েদার ফোরকাস্টিং রাজীব গান্ধী। ১৯৯৯ সালে ওড়িশার সুপার সাইক্লোনের মুখোমুখি হই। আবহাওয়ার দফতর দিন তিনকে আগে সাইক্লোনটিকে দেখে সে খবর জানানেলও, সে কোনদিকে যাবে, সে খবর জানাতে পারেনি। এটি যে 'সুপার সাইক্লোন' হতে চলেছে, সেই আভাসও পাওয়া যায়নি।, প্রাণহানি হয় অন্তত ১০ হাজার মানুষের। সেখানে হালের সাইক্লোন ফণী, ইয়াস বা আমফান মোটামুটি আঘাত করার সম্ভাব্য অঞ্চল-সহ পূর্বাভাস দেওয়া গিয়েছে অন্তত দিন পাঁচ-ছয় আগে এবং বেশ নির্দিষ্ট করে দিন চারেক আগে। প্রতিটা ভয়াবহ সাইক্লোনেই গত বেশ কয়েক বছর ধরেক মৃত্যর সংখ্যা মোটামুটি ১০০-র মধ্যে আটকে রাখা যাচ্ছে। কী এমন হল যে ২০ বছরে আমরা এতটা এগিয়ে গেলাম?

উন্নতির রহস্য

শুরুতেই বলতে হবে, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি। আমাদের স্যাটেলাইট আরও উন্নত হয়েছে, এখন সে সমুদ্রের উপর থাকা কেবল মেঘের অবস্থান, নয়, নিচ থেকে উপর অবধি তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প, বাতাসের গতির হার-হকিকত অবধি বলে দিতে পারে।

সেই সঙ্গে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ, বয়া, মুরিং সিস্টেম সমুদ্রের নানা অঞ্চলে আবহ্যায়ার খবরাখবর জানিয়ে দিচ্ছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর পৌঁছে যাচ্ছে আবহাওয়া অফিসে। ডাঙ্গায় অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন -সহ নানা যন্ত্রপাতির নেটওয়ার্ক রিমেট সেন্সিং, জিপিএস সঠিকভাবে ধরা গেলে এমনকী একমাস আগেও বলে দেওয়া সম্ভব সাইক্লোনের সম্ভাবনা। কিন্তু সবসময়ে ওই পর্যায়ে পৌঁছনো সহজ নয়। কারণ, আবহাওয়ার বদল নির্ভর করে শত শত ভেরিয়েবলের ওপর। এবং তাদের সম্পর্ক নন-লিনিয়ার, কেঅটিক।

অর্থাৎ সেই প্রজাতি আর সাইক্লোনের গল্প শুরুর সময়ের সামান্য পার্থক্যে, ৫ দিন বাদের পরিস্থিতির আমূল পার্থক্য ঘটে যাবে। জলবায়ু, আবহাওয়া নিয়ে আমাদের জানা বোঝাতেও এখনও অনেক খামতি, অনেক কিছু অজানা। তবুও নিম্নচাপ তৈরির আগেই তৈরির সম্ভাবনা এবং তৈরি হওয়ার পর সে সাইক্লোনে পরিণত হবে কি না এবং হলে সে কোনদিকে যাবে—বলে দেবে, মডেলগুলি। বলে দিলও সাম্প্রতিক 'যশ' (মতান্তরে ইয়াস) বা আমফানের ক্ষেত্রে। তবে সব মডেল সবসময় একই কথা বলে না। ঠিক কথাও বলে না পলে 'অনসম্বল ফোরকাস্ট' বলে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একাধিক নির্ভরযোগ্য মডেলের একটি বড় পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এই পূর্বাভাসেই আসছে চোখধাঁধানো সাফল্য।

ভারতে এই গ্লোবাল মডেল দিয়ে নিউমেরিক্যালি পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা, রপীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে নয়ের দশকে, ইউরোপের একটি মডেল , আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা একটি সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে, নয়ডার এ। সেই সুপার কম্পিউটারের ক্ষমতাণ কথা শুনলে আজকের স্মার্ট ফোনও লজ্জা পাবে, মেমোরি ছিল ৪ মেগাবাইট। এর জন্য আবার আমাদের আমেরিকাকে নজরদারি করতে দিতে হয়েছিল, যাতে এই জিনিস যুদ্ধের কাজে না ব্যবহার করা হয়। আর আজ, আমাদের আবহাওয়া দফতর, পূর্বাভাসেরকাজে গোটা দশেক বিশ্বের সেরা মডেল ব্যবহার করে, আর এই মুহূর্তে আমাদের হাতে রয়েছে বিশ্বের প্রথম একশোটি সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটারের মধ্যে দু'টি, যার একটি পুরোপুরি আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করা হয়।

সেইসঙ্গে আরেকজনের কথা না বললেই নয়। ইউনিভার্সিটি জীবনের শুরুর দিক অবধি---প্রেমে, আড্ডায়, বৈকালিক নিভৃত হাঁটাহাঁটাতে পুটবলের টানে, যতবার ধর্মতলা পেরিয়ে গঙ্গার দিকে ঙেঁটে গিয়েছি, বারবারচোখে পড়ত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের মাথার সেই বিশালাকৃতি পুটবল। আমি কাঠ বাঙাল, প্রায়শই যেতাম ইস্টবেঙ্গল মাঠে। আশপাশেই এরিয়ান,মোহনবাগান, মহামেডান, উয়াড়ি ক্লাব---কলকাতার খাস ফুটবলপাড়া। ফলে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ওটা এ আই এফ এফ বা অই এফ এ'-র দফতর নিশ্চয়ই। নিজের পরিচিত জানান দিচ্ছে ওভাবে। পরে ক্লাসে শুনলাম, ও নাকি ডপলার র‍্যাডার। এটা হচ্ছে, বলা যেতে পারে, সাইক্লোনের এক্স-রে মেশিন। ঘন মেঘের আড়ালে কোথায় কী লুকিয়ে আছে, কোন মেঘ সবচেয়ে বৃষ্টি দেবে, কোথায় তীব্রতম হাওয়া---এ সমস্ত অ্যানাটমি দেখে নিতে পারে ওই ফুটবল । তবে হ্যাঁ, এটা কার্যকর সাইক্লোন উপকূলের কাছে এলে। শুধু সাইক্লোন নয়, বর্ধা-সহ আর ও গুরুত্বপূর্ণ সব আবহাওয়ার ঘটনার পূর্বাভাস উন্নততর হচ্ছে। শুধু বিদেশ থেকে মডেল এনেই ক্ষান্ত থাকলে চলে না। সেই মডেলগুলি ভারতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোন-কোন আবহাওয়ার ব্যাপার এখনও ধরতে পারছে না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

এক বছরের মধ্যে দুটি টিকা, বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছেন ভারত পিছিয়ে নেই : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): অদৃশ্য শত্রু করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন আমাদের কাছে রক্ষাকবচ। ভারত এক বছরের মধ্যে দুটি টিকা তৈরি করেছে। এক বছরের মধ্যে দুটি টিকা তৈরি করে আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে নেই। সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে টিকা উৎপাদনে ভারতের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি বলেন, এই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন আমাদের কাছে রক্ষাকবচ। ভ্যাকসিনের চাহিদার তুলনায় নির্মাতাদের সংখ্যা অনেক কম। যখন করোনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সারা বিশ্ব আতঙ্কে ছিল যে এত বড় জনসংখ্যায় কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু পরিশ্রম করলে, মনোভাব স্বচ্ছ থাকলে সব কাজ করা যাবে। এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে দুটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' টিকা তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।। আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে নেই।

এবিষয়ে তিনি আরও বলেন, গত বছর থেকেই আমরা ভ্যাকসিন টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছি। ভ্যাকসিন নির্মাতাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সাহায্য করা হয়েছে। গবেষণার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকার নির্মাতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছে। সকলকে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, ভারতের ভ্যাকসিন নির্মাতাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ভ্যাকসিন না নেওয়ার জন্য ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হয়েছে। যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁরা জীবন নিয়ে খেলছেন। এসব থেকে সতর্ক থাকুন। সকলের কাছে অনুরোধ, ভ্যাকসিন নিয়ে সচেতন হতে হবে। করোনা চলে যায়নি। আমাদের সাবধান থাকতে হবে, করোনাবিধির পালন করতে হবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করোনাকে আমরা হারাতে পারব। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নগাঁওয়ের 'নায়ক পুলিশ সুপার'-এর বিরুদ্ধে এনআইএ তদন্ত দাবি প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা রমেন ডেকার

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : সোশাল মিডিয়ার তৈরি নগাঁওয়ের 'নায়ক পুলিশ সুপার'-এর বিরুদ্ধে এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা রমেন ডেকা। আইপিএস আনন্দ মিশ্র নগাঁওয়ে পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিয়ে ড্রাগস-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছেন। এজন্য সোশাল মিডিয়াগুলি তাঁকে 'নায়ক' আখ্যা দিয়েছে। এবার এই 'নায়ক' পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপির প্রবীণ নেতা প্রাক্তন সাংসদ রমেন। রমেন ডেকা এ সম্পর্কে কারো নাম উল্লেখ না করে তাঁর টুইটারে লিখেছেন, 'নগাঁওয়ের বর্তমান পুলিশ সুপারের ভাবমূর্তি কৃত্রিম এবং সংবাদ মাধ্যমের সৃষ্টি। ধুবড়ির পুলিশ সুপার হিসেবে তাঁর কার্যকালের সঠিক তদন্তের প্রয়োজন। তাতে বহু বিষয় খোলসা হবে। অপ্রকাশিত বহু তথ্য উদঘাটনের জন্য এ মুহূর্তে এনআইএ কর্তৃক তদন্তের প্রয়োজন।' এদিকে, এই টুইটের পর প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'যা বলার তা আমি টুইটে স্পষ্ট করেছি। আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছে কোনও বাইট দেইনি। আমি কোভিড আক্রান্ত। তাই বাড়িতেই একান্তবাসে আছি। মিডিয়াকে এ ধরনের ব্যক্তিকে এত হিরো বানানো উচিত নয়। নগাঁওয়ে আসার আগে গত তিন বছর ধুবড়িতে তিনি কী করেছিলেন? তখন কি কোনও অবৈধ কাজ হয়নি নাকি? ড্রাগস পাচার হয়নি?' তিনি আরও বলেন, 'আমার সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত মনোমালিন্য বা সংঘাত নেই। সেজন্য টুইটারে আমি কারও নামও লিখিনি, নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার বলে লিখেছি। আশা করি সরকার কোনও ব্যবস্থা নেবে। আপনারাও নিজস্বভাবে তদন্ত করুন না, সব বেরিয়ে পড়বে।' বলেন, 'এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করতে আমি বহু আগে থেকে দাবি করছি। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনছে না। তাই আবারও তদন্তের দাবি তুলেছি।' বলেন, রমেন ডেকা।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধুবড়ির ডিএসপি (সীমান্ত শাখা) যতীন দাসকে ড্রাগস কারবারিদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতা এবং ড্রাগস বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৩১ মে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার পর একাংশ নেটিজেন সোশাল মিডিয়ায় ধুবড়ির সদ্যবিদায়ী, অধুনা নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্রের কার্যকলাপে সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলেন।

মমতা-সায়নীকে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : এবার তৃণমূল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও ভোটে হেরে গিয়েছেন শাসক দলের অনেক তারকা মুখ। আর তাঁদের মধ্যে অন্যতম সায়নী ঘোষ। আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিজেপির তারকা প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে হেরে যাওয়া সত্বেও সেই সায়নীকেই দলের যুব সংগঠনের সভাপতি পদে বসিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দায়িত্ব নিয়ে সায়নী বলেছেন, রাজনীতি করতে হলে মাঠে নেমেই করতে হবে। সোমবার তাঁকে লক্ষ্য করে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথাগত রায় টুইট করেছেন। লিখেছেন, "শিবলিঙ্গে কনডম পরিয়ে (কবে পরিয়েছিলেন সেটা অবান্তর) আমার মতন তাবৎ হিন্দুকে, বিশেষত শিবভক্তদের, চরম অপমান করেছেন সায়নী ঘোষ। তাঁকে উত্তরোত্তর সম্মান দিয়ে হিন্দুদের কি বলতে চাইছেন মমতা? "আমি ভোটে জিতেছি, এবার যা খুশি করব। তোরা অসহায় হিন্দুরা কি করতে পারিস""?প্রসঙ্গতা, সোমবারই যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ এক চড়া বার্তায় জানিয়েছেন, 'লড়াই নয়, ২০২৪-এ বড় খেলা হবে'।

স্থিতিশীল রয়েছেন দিলীপ কুমার, প্রবীণ অভিনেতা অক্সিজেন সাপোর্টে

মুম্বই, ৭ জুন (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমার। ভেন্টিলেটর নয়, অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন অভিনেতা দিলীপ কুমার। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন মুম্বইয়ের পি ডি হিন্দুজা হাসপাতালের চেস্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ জলিল পারকার। অভিনেতা দিলীপ কুমারের চিকিৎসা করছেন ডাঃ জলিল পারকার। সোমবার তিনি জানিয়েছেন, 'দিলীপ কুমার অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছন, ভেন্টিলেটরে নয়। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। আমরা এখনও বেশ কিছু টেস্টের ফলাফল জানার অপেক্ষাতে রয়েছি।'

শ্বাসকষ্ট ও অক্সিজেনের সমস্যায় রবিবার মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৯৮ বছর বয়সী দিলীপ কুমারকে। দিলীপ কুমারের ২টি ফুসফুসেই জল জমেছে। চিকিৎসকরা তাঁকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সোমবার দিলীপের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে জানানো হয়েছে, অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন অভিনেতা দিলীপ কুমার এবং তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

উত্তরাখণ্ডে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আরও ৩ জনের মৃত্যু, মোট আক্রান্ত বেড়ে ২৯৯

দেহরাদূন, ৭ জুন (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিতের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। উত্তরাখণ্ডে বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে দেহরাদূনে। এছাড়াও রবিবার সারাদিনে নতুন করে ২০ জনের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সন্ধান মিলেছে। ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস থেকে সুস্থ হয়েছেন ১৮ জন।

সোমবার সকালে উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সারাদিনে দেহরাদূনে নতুন করে ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে এবং ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে উত্তরাখণ্ডে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৯৯, ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৪৭-এ পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস থেকে সেরে উঠেছেন ১৮ জন।

কর আদায়ের মহামারী ঢেউ অবিরত আসছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): ভারতে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কোনও কোনও শহরে ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে পেট্রোলের দাম, ঊর্ধমুখী ডিজেলের দামও। দুই জ্বালানি তেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে সোমবার রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, কর আদায়ের মহামারীর ঢেউ লাগাতার আসছেঊ

রবিবার বেড়েছিল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে সোমবারও। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের প্রাণ। এমতাবস্থায় সোমবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'আনলক প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে অনেক রাজ্যে। পেট্রোল পাম্পে বিল দেওয়ার সময়, মোদী সরকার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিতে বৃদ্ধি দেখতে পারবেন আপনারা। কর আদায়ের মহামারীর ঢেউ লাগাতার আসছে।' শুধু রাহুল নন, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে দুষেছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালা। সুরেজওয়ালার মতে, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি জনসাধারণকে লুটের সামিল, এজন্য মোদী সরকার দায়ী।

কেরলের কান্নুরে গাছে ধাক্কা অ্যাম্বুলেন্সের, মৃত্যু ৩ জনের

কান্নুর (কেরল), ৭ জুন (হি.স.): অসুস্থ রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার গাছে ধাক্কা মারল একটি অ্যাম্বুলেন্স। সোমবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কান্নুর জেলার এলায়াভুরের কাছে মুনদায়াদের কাছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতদের নাম-বিজো (৪৮), তাঁর স্ত্রী রেজিনা বিজো (৩৭) এবং অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও ভি নিথিনরাজ (২৫)। বিজোর শ্যালক বেন্নিকে কান্নুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুকের ব্যথায় অসুস্থ বিজো একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সোমবার ভোররাতে ওই হাসপাতাল থেকে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ভোররাত তখন ৩.৩০ মিনিট হবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার গাছে ধাক্কা মারে অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সের সামনের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। বহু চেষ্টার পর অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর থেকে সকলকে বাইরে বের করা হলেও, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

৪ সপ্তাহে ৪৫ ঊর্ধদের টিকাকরণ লক্ষ্য, নয়া অভিযানের সূচনা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লিতে ৪৫ ঊর্ধদের টিকাকরণের লক্ষ্য নিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। সেই লক্ষ্যে নতুন অভিযানের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অভিযানের নাম রাখা হয়েছে-'যেখানে ভোট, সেখানেই টিকাকরণ'। সোমবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, সোমবার থেকে যেখানে ভোট, সেখানেই টিকাকরণ অভিযান শুরু করছি আমরা। এই অভিযানের মাধ্যমে মানুষজনকে আমরা বলব নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে টিকা নিতে। যদি, টিকার অভাব না হয়, তাহলে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ৪৫ বছরের ঊর্ধে দিল্লির সমস্ত মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছি আমরা।

কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লিতে ৪৫ বছরের ঊর্ধে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৭ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ২৭ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন, বাকি ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রথম ডোজ দিতে হবে। সমস্যা হল, ৪৫ বছরের ঊর্ধদের জন্য যে টিকাকরণ কেন্দ্র রয়েছে সেখানে ততটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এবার মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের বলব, নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে টিকা নিতে।

কলকাতা সহ জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা সহ জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। সোমবার কলকাতার আকাশ মেঘলাই থাকবে। রবিবার উত্তরবঙ্গের ৬ জেলায় বর্ষা ঢুকেছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। নিয়ম মতো আর ৫ দিন পরে দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষা ঢুকে পড়বে। তবে আজই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েক জায়গায় স্বস্তির বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও দুই বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। আর্দতা থাকবে ২৯ থেকে ৮৭ শতাংশের মধ্যে। হিন্দুস্থান সমাচচর / সোনালি

অন্ধ্রপ্রদেশে ২০ জুন অবধি বাড়ল কারফিউ, থাকছে একই বিধিনিষেধ

অমরাবতী, ৭ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পুরোপুরি রাশ টানতে ফের কারফিউর মেয়াদ বৃদ্ধি করল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। সোমবার জগনমোহন রেড্ডি সরকার জানিয়েছে, আগামী ২০ জুন অবধি রাজ্যজুড়ে বলবৎ থাকবে কোভিড-কারফিউ। এতদিন যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল ২০ জুন অবধি সেই সমস্ত বিধিনিষেধই জারি থাকবে। কারফিউর সময় অবশ্য দিনে দু''ঘন্টা কমানো হয়েছে, ১০ জুনের পর দুপুর দু''টো থেকে পরবর্তী দিন সকাল ছ'টা পর্যন্ত থাকবে কারফিউ।

গত ৫ মে সর্বপ্রথম কোভিড কারফিউ বলবৎ হয়েছিল, শেষ হওয়ার কথা ছিল ১০ জুন। রাজ্যের সামগ্রিক করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী ২০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কোভিড-কারফিউ। প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল কারফিউ। কিন্তু, এদিনই কারফিউর মেয়াদ বাড়িয়ে ২০ জুন করা হল। ১০ জুনের পর প্রতিদিন দুপুর দু''টো থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত থাকবে কারফিউ। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০ জুন পর্যন্ত সকাল আটটা থেকে দুপুর দু''টো পর্যন্ত খোলা থাকবে সমস্ত সরকারি অফিস।

৩৯-হাজারের ঊর্ধে কোভিড-সংক্রমণ, ব্রাজিলে মৃত্যু ৮৬৬ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে লাগাতার কমছে কোভিডে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৮৬৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,৬৩৭ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ৩৯,৬৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪৯৫-তে পৌঁছেছে।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই কমেছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, রবিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৯,৬৩৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৬, ৯৪৭,০৬২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৩৪২,২৮৬ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৩১,২৮১ জন।

কোভিডের টিকা নিলেন মুলায়ম, ছবি টুইট করল সপা

লখনউ, ৭ জুন (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকা নিলেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব। সোমবার লখনউয়ের মেদান্তা হাসপাতালে কোভিড টিকার ডোজ নিয়েছেন মুলায়ম। প্রথম নাকি দ্বিতীয় ডোজ, তা অবশ্য জানা যায়নি। মুলায়মের টিকা নেওয়ার ছবি টুইট করেছে সমাজবাদী পার্টি।

ছবি টুইট করে সপা-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় নেতাজি করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এদিন বেসরকারি মেদান্তা হাসপাতালে গিয়ে টিকার ডোজ নিয়েছেন ৮১ বছর বয়সী মুলায়ম সিং যাদব।

চালু হল আয়কর রিটার্নের নয়া ওয়েবসাইট

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.) সোমবার চালু হল আয়কর ই ফাইলিং -এর নয়া ওয়েবসাইট। নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়কর প্রদানের প্রক্রিয়া অনেক সহজতর ও দ্রুত হবে বলে মত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের।

নতুন পোর্টালটিতে ততণাতআয়করের রিটার্ন হিসাবের সুবিধা যোগ করা হয়েছে। এর ফলে সহজেই কুইক রিফান্ড পাবেন করদাতারা। এছাড়া প্রতিটি ইন্টারাকশান, আপলোড এবং পেন্ডিং অ্যাকশন একটি ড্যাশবোর্ডেই ডিসপ্লে করা হবে নতুন সাইটে। ফলে, করদাতাদের কাজ আরও সহজতর হবে। করদাতারা নিজেরাই প্রোফাইল আপডেট করতে পারবেন সময় মতো। বিভিন্ন তথ্যাবলী, যেমন বেতন, সম্পত্তি, ব্যবসা ইত্যাদির রেকর্ড রাখা যাবে। এটিই পরে আইটিআর-এর প্রিফিলিং-এ ব্যবহার করা হবে। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে টিডিএস এবং এসএফটি স্টেটমেন্ট আপলোডের পরেই মিলবে প্রি-ফিলিংয়ের সকল সুবিধা।

এছাড়া নতুন ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ নতুন একটি ফিচার যোগ করা হয়েছে। নয়া পোর্টালে থাকছে করদাতাদের জন্য একটি নতুন কল সেন্টার অ্যাসিস্ট্যান্স নম্বর। আগামী ১৮ জুন অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে নতুন পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত স্মার্টফোন অ্যাপ। ফলে, আয়কর প্রদান, তথ্য আপডেট করা আগের তুলনায় আরও সহজতর হবে।

পাথারকান্দিতে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে করোনা নিয়ে সচেতন-বার্তা চতুরঙ্গের

পাথারকান্দি (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি আমজনতাকে সচেতন করতে এবার মাঠে নেমেছে পাথারকান্দির অগ্রণী সামাজিক সংগঠন চতুরঙ্গ। ইতিমধ্যে পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাসের ছবি অঙ্কন করে নানা ধরনের সতর্কবার্তা সংবলিত দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছে এই সংস্থা। সংস্থার নবপ্রজন্মের হাতের রং-তুলিতে আঁকা বিভিন্ন দেওয়াল লিখনের একাধিক ছবি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। সেই প্রয়াসের মাধ্যমে পাথারকান্দির প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের পাকা দেওয়ালে মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ছাড়াও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিভিন্ন ও সচেতনতা মূলক দেওয়াল বার্তা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এমন-কি করোনা পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ঘরে থাকারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দেওয়াল লিখনে। এ প্রসঙ্গে চতুরঙ্গের কার্যকর্তাদের বক্তব্য, সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে একাংশ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। সেবার মনোভাব নিয়ে রাতদিন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছেন। তবুও একাংশ মানুষ কোভিড প্রটোকল মেনে চলতে নারাজ। ফলে বৃহত্তর এই এলাকায় করোনার গ্রাফ অনেক বেড়েছে। তাই এ নিয়ে জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, এর আগেও চতুরঙ্গ পথচলতি মানুষজনের হাতে বিনামূল্যে মাস্ক বণ্টন ছাড়াও গরিব দুস্থ পরিবারের হাতে রেশন সামগ্রী তুলে দিয়েছে। তাছাড়া ইদানীং কালে জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে বেশকিছু প্রচারপত্রও বিলি করছে চতুরঙ্গ।

নগাঁও ও কাছাড় কাগজ কলের নিলাম নয়, সচল করার দাবি বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের

বরপেটারোড (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : অসমের দুটি ভারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নগাঁও এবং কাছাড় কাগজ কলকে বিক্রি করতে নিলামের যে নোটিস জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সরভোগের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তিনি এই দুই কাগজকলকে বিক্রি না করে সরকারিভাবে সচল করার দাবি করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে সিপিআইএম বিধায়ক তালুকদার বলেন, হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের আওতাধীন অসমের হাইলাকান্দি জেলায় কাছাড় পেপার মিল এবং জাগিরোডে নগাঁও জাগিরোড পেপার মিল দুটির নিলামের নোটিস বাতিল করে শীঘ্রই এই দুই কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে গতকাল রবিবার বরপেটারোড প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি বলেছিলেন, জানান বিধায়ক মনোরঞ্জন। তিনি বলেন, গত ১ জুন ন্যাশনাল কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এনসিএলটি-র জনস্বার্থ পরিপন্থী এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি।

বিধায়ক বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন বিগত মেয়াদ এবং বর্তমান একই সরকারের শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি কাগজ কল দুটি বন্ধ বা বিক্রি করা হয়নি বলে বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে বারংবার দাবি করেছিলেন। এমন-কি সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি ভুয়োয় রূপান্তরিত হয়েছে বলে বিধায়ক তালুকদার অভিযোগ করেছেন। বলেন, এভাবে কাগজ কলের নিলাম নোটিস জারি করে শ্রমিক বিরোধী নীতি অবস্থান করেছে সরকার।

মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে কাগজ কল দুটির শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে শীঘ্রই দুই ভারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সচল করার দাবি জানাচ্ছি। তথ্য তুলে তিনি বলেন, গত ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে কাছাড় কাগজ কল এবং ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ নগাঁও কাগজ কল হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত মোট ৮৭ জন কর্মচারীর আর্থিক সংকটে পড়ে মৃত্যু ঘটেছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের বকেয়া প্রাপ্যও অদ্যাবধি প্রদান করা হয়নি। এছাড়া বিষয়টি এনসিএলটি-তে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অসম সরকার হলফনামা দাখিল না করে বারবার সময় চেয়ে বিলম্ব করার কথা তুলে ধরেন বিধায়ক তালুকদার। বলেন, কেরালায় হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশনের নিউজ প্রিন্টের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাকে কেরালা সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়ে এনসিএলটি-তে হলফনামা দাখিল করেছে। ফলে নিলাম থেকে রক্ষা পায় কেরালার কাগজ কল। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম উৎপাদনক্ষম কাছাড় কাগজ কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল এক লক্ষ মেট্রিক টন। এ বাবদ ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৩৫৭ কোটি টাকা। একইভাবে ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় নগাঁও কাগজ কলের। এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বছরে এক লক্ষ মেট্রিক টন। এ বাবদ ব্যয় হয়েছিল মাত্র ২৮৭ কোটি টাকা। দুটো কাগজ কলে প্রায় ৭,০০০ স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। পাশাপাশি পরোক্ষভাবে জড়িত মানুষের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক হবে, বলে বিধায়ক তালুকদার।

অন্যদিকে কাগজ কলের বার্ষিক ব্যবসায় প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা পাওয়ার কথা উল্লেখ করে এই কাগজ কল বছরে ১,৫০,০০০ বন ড্রাই মেট্রিকটন (বিডিএমটি) বাঁশ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নগাঁও কাগজ কল অসম সরকারকে প্রতি টনে ৫৪,০০০ টাকার কাগজ সরবরাহ করেছিল। সেই কাগজ দিয়ে সরকার বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপা করেছিল বলে জানান বিধায়ক মনোরঞ্জন। তালুকদার বলেন, কাগজ কল দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঠিকাদাররা তাঁদের প্রাপ্য টাকা আদায়ে এনসিএলটি-তে আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীতে একজনকে মধ্যবর্তীকালীন আধিকারিক নিযুক্তি দিয়ে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে দেয় এনসিএলটি। এই কাজ করে এনসিএলটি কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই আদেশ অনুযায়ী শ্রমিক কর্মচারীরা তাঁদের প্রাপ্য টাকা আজও পাননি। তাঁর অভিযোগ, কেবলমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহার জন্যই লাভজনক দুটি কাগজ কলকে এনসিএলটি ২০১৮ সালের ১৯ জুন থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে লিকিউভেটর হিসেবে কুলদ্বীপ ভার্মাকে দায়িত্ব দিয়েছিল।

কাগজকল দুটিকে দেউলিয়া ঘোষণা করে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কাছাড় পেপার প্রজেক্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এনসিএলএটি (অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল)-তে আবেদন করে। ওই আবেদনের ভিত্তিতে এনসিএলএটি কাগজ কল দুটিকে বন্ধ না করে কর্মচারীদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপশি দুটি প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করতে কুলদ্বীপ ভার্মাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কেই জানতে পারেননি। তার ওপর হঠাৎ করে কাগজ কল দুটোর নিলাম নোটিস জারি করার ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আক্ষেপ করেন বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

তারকা হতে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন জুলিয়া

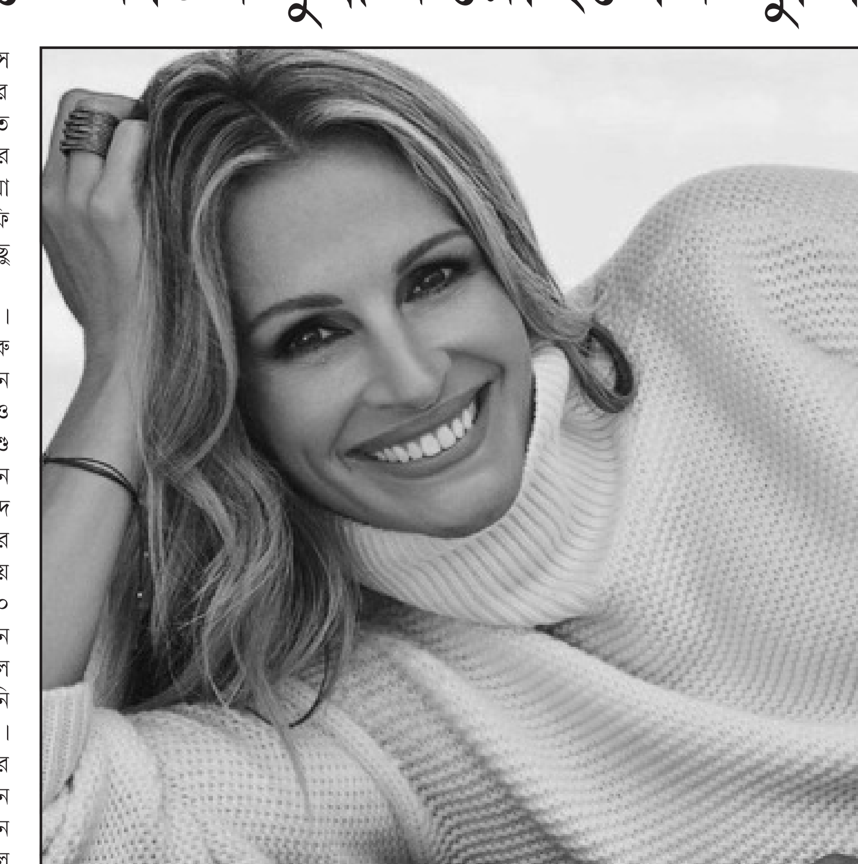

হলিউড তারকা জুলিয়া রবার্টস ঘরের কোথায় তাঁর অস্কার রেখেছেন, জানলে অবাক হতে হয়। তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে যে ঘরে পিয়ানো বাজায়, সেই ঘরে পাওয়া যাবে এই ট্রফি। অথচ এই ট্রফি অর্জন করতে জীবনের কঠিন কিছু পর্ব পেরিয়ে যেতে হয়েছে।

অস্কার জয়ের আগের কথা। তখনো হলিউডের রাস্তায় হাঁটা শুরু করেননি তিনি। কাজ করতেন একটা জুতার দোকানে। যদিও জুলিয়া হতে চেয়েছিলেন পশু চিকিৎসক। বয়স যখন পাঁচ, তখন তাঁর মা---বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। সৎবাবা ছিলেন বেকার। তাঁর একমাত্র কাজ ছিল মাতাল অবস্থায় জুলিয়ার মাকে মারধর করা। ১০ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা যান জুলিয়ার আসল বাবা। ২০০৪ সাল পর্যন্ত জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর বড় ভাই এরিক রবার্টসের। ২০১৪ সালে অতিরিক্ত মাদকের প্রভাবে মারা যান জুলিয়ার সৎবোন ন্যান্সি। সম্প্রতি এলেন ডিজেনারাসের শোতে এসে সফল এই হলিউড তারকা এক ঝলক ভ্রমণ করে এলেন ফেলে আসা দিনগুলোয়। জীবনের এত সব কঠিন পর্ব পাড়ি দিয়েই হলিউডে তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন চারবার অস্কার মনোনয়ন, বিজয়ী হয়েছেন একবার। ঝুলিতে আছে প্রাইমটাইম অ্যামি অ্যাওয়ার্ডও। নরমাল হার্ট আর হোমকামিং সিরিজ করেও মিলেছে সফলতার দেখা। অভিনয়ই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন জুলিয়া রবার্টস। তিন সন্তানের এই মা বলেন, 'আমি যখন ক্যামেরা চলা অবস্থায় একটা চরিত্রের ভেতর ঢুকে থাকি, সেটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। সেই সময়ই আমি সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকি।'

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায় সহজ সমাধান

ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে না গিয়ে রান্নাঘরের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈলাক্ত যত্ন নেওয়া যায়।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সহজ ও কার্যকর কিছু উপায় সম্পর্কে যা তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা সমাধান করে।

ভুট্টার গুঁড়া ঃ এটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেশ কার্যকর। গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভুট্টার গুঁড়া মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর তা পুরো মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বালো ফলাফলের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করুন।

মধু ঃ ত্বকের যত্নে মধু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানা রকমের সমস্যা, অস্বস্তিকর 'ব্ল্যাকহেডস' এবং লালচে দানা ত্যিাদি দূর করতে সাহায্য করে। এটি ত্বককে টানটান করে ও আর্দ্রতা দরে রাখতে সাহায্য করে।

মুখ, গলা ও বুকে মধুর মাস্ক লাগান। শুকিয়ে গেলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর পাতলা তোয়ালে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। মধুর প্রাকৃতিকভাবে ত্বক 'এক্সফলিয়েট' করার ক্ষমতা থাকায় তা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমায়। এটি ত্বকের ছিদ্র উন্মুক্ত করে ও বলিরেখা দূর করে।

চাইলে এর পরিবর্তে, মধুর সঙ্গে কাঠবাদামের গুঁড়া মিশিয়ে তা তৈলাক্ত ত্বকের উপর মালিশ করতে পারেন। পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

টমেটোর ফেইস প্যাক ঃ এতে থাকে লাইকোপেন যা ত্বকের জন্য খুব উপকারী। এছাড়াও আছে ভিটামিন এ এবং সি যা ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। টমেটো প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল, ব্ল্যাকহেডস এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে।

একটি টমেটো অর্ধেক করে কেটে তা চটকে নিন। বীজ আলদা করতে তা ছেঁকে নিন। একটি তুলোর বল দিয়ে মুখে টমেটোর রস লাগিয়ে নিন। বাড়তি সুবিধার জন্য এতে মধু যোগ করতে পারেন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভালো ফলাফলের জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

কলার মাস্ক ঃ কলা ও মধুর মাস্ক ত্বক প্রশমিত করে। একটি কলা ও এক টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবু বা কমলার রস যোগ করুন। মাস্কটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আলতো করে মুছে ফেলুন। এই মাস্কের সঙ্গে সামান্য ময়েশ্চারাইজার মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক আর্দ্র থাকবে।

কফি ঃ কফির গুঁড়া খনিকটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে তা মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এই সুস্বাদু-সুগন্ধি স্ক্রাব তৈলাক্ত ত্বক এক্সফলিয়েট করতে বেশ কার্যকর।

বেইকিং সোডা ঃ দুতিন টেবিল চামচ জলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ বেইকিং সোডা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ত্বকে লাগান ও শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। বেইকিং সোডার আছে প্রদাহ বিরোধী ও জীবাণুনাশক উপাদান যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারী।

অ্যালোভেরা ঃ সংবেদশীল ত্বকের সুরক্ষায় অ্যালোবেভ্রা তিন ভাবে কাজ করে।

- মুখ ও গলায় তাজা অ্যালোভেরার জেল লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এরপর ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে বেশ উপকারী।
- অ্যালোভেরার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন। সেই জলে মধু মিশিয়ে মুখ ও গলায় লাগান। শুকিয়ে এলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তেল মুক্ত ত্বক পেতে নিয়মিত এটি ব্যবহার করুন।

-চার টেবিল চামচ অ্যালোভেরার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ ওটামিল মেশান ও ঘন দ্রবণ তৈরি করুন। এটি মুখে লাগিয়ে স্ক্রাব করুন। অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ। এবং মুখ থেকে ময়লা ও ধুলাবালি দূর করতে সাহায্য করে।

কমলার খোসা ঃ কমলার খোসা তৈলাক্ত ত্বক নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই পলের খোসা কয়েকদিন শুকিয়ে তা ভালোভাবে গাঁড়া করে নিন। তারপর জল অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। হাতে তৈরি এই প্রাকৃতিক মাস্ক ত্বকের লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত করে পরিষ্কার করে এবং এর 'অ্যাস্ট্রিনজান্ট' উপাদান ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে।

লেবু ঃ সমপরিমাণ লেবুর রস, গোলাপজল এবং গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখের ত্বকে ব্যবহার করুন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানারকম সমস্যা যেমন ব্রণ, ফুস্কুড়ি এবং দাগ ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে।

লেবুতে আছে জীবাণুনাশক উপাদান। তাই এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো। গোলাপ জল অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে, তাই এটি ত্বক সতেজ রাখতে পরিষ্কারক ও টোনারের মতো কাজ করে। গ্লিসারিন ত্বক ঠিক মাত্রায় আর্দ্র করে। প্রতিদিন ত্বকের যত্ন নিতে এই মিশ্রণ কাঁচের বোতলে রেখে ব্রেফ্রিজারেইটারে সংরক্ষণ করতে পারেন।

প্রিয় ব্যক্তির জন্য বাড়িতে সুস্বাদু পায়েস রেসিপি

উপকরণ ঃ- দুধ---১ লিটার, চাল---১ তাপ, ছোটএলাচ গুঁড়ো---১ চা-চাচম, গাওয়া ঘি--- ১ চামচ, তেজপাতা---২ টো, কিশমিশ, তাজুবাদাম, আমন্ড ও স্তোতুচি---১ তাপ, চিনি বা পাটালি স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ- প্রথমে চাল বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। এবার একটা পাত্রে দুধ ঢেলে গ্যাসে বসান। দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে দিন।

চাল ফোটার সময় তাতে গাওয়া ঘি ও তেজপাতা দিগয়ে মিশিয়ে দিন।

তারপর চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে এরমধ্যে স্বাদমতো চিনি বা পাটালি মেশান। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশি গিয়ে পায়েস খুব ঘন হয়ে এলে এতে কিশমিশ, কাজুবাদাম, আমন্ড ও পেস্কাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোটএলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের সময় ওপরে মেওয়াকুচি ছড়িয়ে। দিতে পারেন।

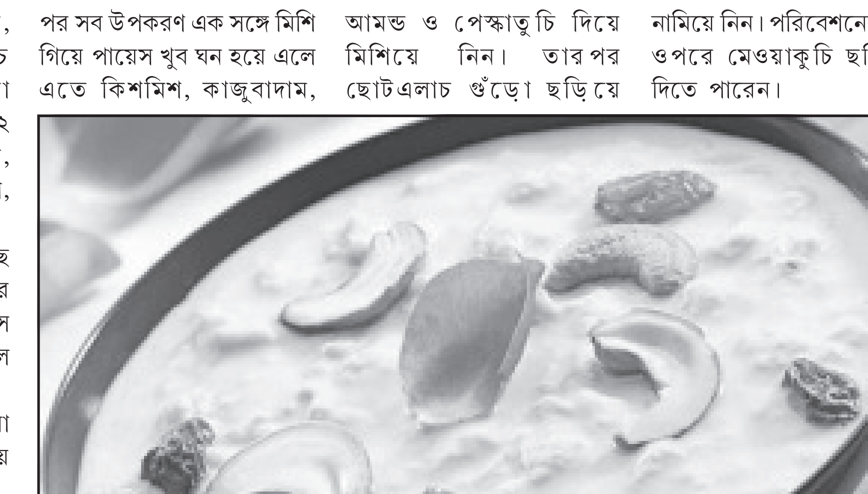

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্ক্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন।

৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন।

৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন।

সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

অধিক ওজনে হৃদরোগ

নতুন কে গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরে পুরুষের অধিক ওজন থাকলে, মধ্যবয়সে হৃদযন্ত্র অক্ষম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষকরা জানান, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার বড় বয়স এখন ৪৭ বছর, বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা এখন বড় হুমকি হয়ে গিয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত (বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বিএমআই) ২০ থেকে ২২.৫ তাদের বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি থাকে। এই গবেষণার আরও প্রামাণিত হয় যে, মোটা পুরুষ যাদের বিএমআই ৩৫ বা তারও বেশি তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি আরও ১০ গুণ বেশি হয়। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গের অধ্যাপক আনিকা রোজেনগ্রেন বলেন, "সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কৈশোরে শরীরে ওজন গুরুত্বপূর্ণ এবং কম বয়সে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখা উচিত। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গবেষণায় এতদিন বলা হচ্ছিল বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে ওজন ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে।

তবে এই পরিমাপক এককে বয়সের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি। ফলে যারা প্রাপ্ত বয়সে এসে ওই ওজনে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাদের মধ্যেও অনেকে হৃদরোগের সমস্যায় পড়তে পারেন। অথচ তারা এতদিন নিজেদের শুকনা বলেই জানত। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে, পাঁচ থেকে ৪২ বছর বয়সি ১৬ লক্ষেরও বেশি পুরুষের উপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা পুনর্বিবেচনার সময় দেখা যায় ৫ হাজার ৪৯২ জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোজেনগ্রেন পরামর্শ দেন, "পৃথিবীজুড়ে মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়া ওজন বৃদ্ধির সম্যসা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

কম বয়সে রূপচর্চা করুন

বিশের ঘরে যাদের বয়স তাদের ত্বকে আলাদা উজ্জ্বলতা থাকে। তবে এ বয়সে অনিয়মটাও বেশি হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বক। ২০ থেকে ২৯-এর মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করার বা ব্যবহার করার আগ্রহ বেশি থাকে। তাছাড়া রাত জাগা, ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যাস, পুষ্টিকর খাবার এইড়য়ে চলা, ইত্যাদি কারণে ত্বক প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে ত্বকে ব্রণের সমস্যাও বেশি হয়ে থাকে। তাই সময় থাকতে ত্বকের যত্ন নেওয়া গেলে ত্বকে বয়সের ছাপও পড়বে দেরিতে। রূপচর্চাবিষয়কটি একটি ওয়েবসাইটে এই বয়সে রূপচর্চার কিছু দিন তুলে ধরা হয়। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ ত্বকে সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বের হওয়ার একটি বড় ভুল। এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বাইপে পা রাখা ঠিক হবে না। আই স্ক্রিম ব্যবহার ঃ আই ক্রিমের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকেই এড়িয়ে চলেন। তবে বয়সের চাপ প্রথমেই পড়তে শুরু করে চোখের চারপাশের ত্বকে। তাই বলিরেখা এবং চোখের কালি দূর করতে আইক্রিম বা সিরাম ব্যবহার করা উচিত। ভালো মানের সিরাম ব্যবহারে চোখের ফোলাভাবও কমবে। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সিরাম ঃ শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের কেমলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব।

শিশুবিহার এলামনির উদ্যোগে রামনগরে রামঠাকুর সেবা মন্দিরে দুঃস্থদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

১০০ বছরে সবথেকে ব্যাপক মারাত্মক মহামারী : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): করোনাকে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে সবথেকে মারাত্মক মহামারী বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিকেল পাঁচটায় জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই চলছে। আপনারা যারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের খুইয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আছি। ১০০ বছরে সবথেকে ব্যাপক মারাত্মক মহামারী।

প্রসঙ্গত, করোনার দ্বিতীয় ধাক্কায় একটা সময় দৈনিক চার লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিলেন। লাগাতার সচেতনতার প্রচার এবং কড়া বিধিনিষেধের জেরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা এখন নেমেছে এক লক্ষের আশেপাশে। এপর্যন্ত দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৯,০৯,৯৭৫ জন। পাশাপাশি এপর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩,৪৯,১৮৬ জনের। যার জন্য করোনাকে ১০০ বছরে সবথেকে ব্যাপক মারাত্মক মহামারী বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ফ্যামিলি ম্যান ২ নিষিদ্ধ করার দাবি ভারতীরাজা-সিমানের

মুম্বাই, ৭ জুন (হি. স.) : মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত ওয়েবসিরিজ 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২' বয়কট করার দাবি জানালেন তামিল চলচ্চিত্র জগতের নামজাদা পরিচালক পি. ভারতীরাজা এবং তামিলার কতচি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তথা অভিনেতা সিমান।

ভারতীরাজা লেখেন, "এত বার অনুরোধ স্বত্বেও সরকার এখনও পর্যন্ত ফ্যামিলি ম্যানের এই দ্বিতীয় সিজন ব্যান না করায় আমরা অসন্তুষ্ট। তামিল ইলাম লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ঈলম-এর সম্পর্কে না জেনেই এই সিরিজ বানানো হয়েছে। ওঁদের ত্যাগ, বিদ্রোহকে যেভাবে ছোট করে দেখানো হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করি।" তিনি আরও যোগ করেন, "ওই শো'য়ে তামিল এবং বাঙালিদের খারাপ ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।"অন্যদিকে সিমানও ফ্যামিলি ম্যানকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে হুঁশিয়ারি দেন যদি এই মুহূর্তে ওই সিরিজের প্রচার বন্ধ না হয় তবে অ্যামাজনকেই বয়কট করা হবে। প্রসঙ্গত, সিরিজটির ট্রেলার মুক্তির সময়েও সরব হয়েছে সিমানের দল। তাঁর অভিযোগ ছিল, ফ্যামিলি ম্যান টু ওয়েব সিরিজে এলটিটিই সংগঠনকে ইচ্ছে করে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তামিলবাসীকে ক্ষতিকারক হিসেবে দেখানো হয়েছে। ওয়েব সিরিজে এলটিটিইর সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআই সঙ্গে যোগসূত্রও রয়েছে দেখানো হয়েছে বলে দাবি করেন সিমান। তবে এ সবের মধ্যেই সমালোচক মহলে ভালই প্রশংসা কুড়িয়েছে সিরিজটি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জুয়াড়ি-যোগের অভিযোগে বরখাস্ত সামাগুড়ি থানার এএসআই গিয়াসউদ্দিন

নগাঁও (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : জুয়াড়িদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে অসম পুলিশের জনৈক এএসআই-কে আটক করে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়ি থানার পুলিশ অফিসার অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই) গিয়াসউদ্দিন আহমেদ।

নগাঁও জেলা সদরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব বরা জানিয়েছেন, একটি অডিও বার্তালাপের ভিত্তিতে সামাগুড়ি থানায় কর্মরত এএসআই গিয়াসউদ্দিন আহমেদকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে নগাঁও সদর থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর বরখাস্ত করেছেন পুলিশ সুপার। তিনি জানান, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গিয়াসউদ্দিনকে জনৈক জুয়াড়ির সঙ্গে টাকার লেনদেন সংক্রান্ত কথা বলতে শোনা গেছে। এই অডিও ক্লিপিংসের ভিত্তিতে তাকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে অডিও ক্লিপিংসের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এএসআই আহমেদের কণ্ঠস্বরের মিল রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষা করতে বিশেষজ্ঞদের কাছে তা পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি ধৃত এক জুয়াড়িকে ছেড়ে দিয়েছেন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫,৮৮৭ জন

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.): চলতি বছরের শুরুর দিকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অতিরিক্ত হারে বেড়ে গেলেও অবশেষে স্বস্তি দিচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কারণ ধীরে ধীরে রাজ্য জুড়ে কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫,৮৮৭ জন। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিতদের মধ্যে ১,১৮১ জন উত্তর ২৪ পরগনার । অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে এদিনও প্রথম স্থানে ওই জেলা। তবে আগের দিনের তুলনায় একটু হলেও কমেছে সংক্রমিতের সংখ্যা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। নিম্নমুখী সেখানকার গ্রাফও। একদিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৬১০ জন। বহুদিন পর গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার দৈনিক সংক্রমণ এত কম। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে হুগলি। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ৪৫১ জন। হাওড়া চতুর্থ স্থানে। সেখানে একদিনে সংক্রমিত ৩৬১ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও বেশ খানিকটা নিম্নমুখী। একদিনে দার্জিলিংয়ে সংক্রমিত ৩৩৫ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৩২,০১৯। একদিনে করোনা প্রাণ কেড়েছে রাজ্যের ১০৩ জনের। যা আগের দিনের তুলনায় সামান্য কম। এদিনের মৃতদের মধ্যে ৩২ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। উল্লেখ্যযোগ্যভাবে জলপাইগুড়িতে বেড়েছে মৃত্যু। একদিনে করোনার বলি হয়েছেন ১০ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬, ৩৬২।

একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৪,৩৫২। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৩,৮৮,৭৭১। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.৯৮ শতাংশ।

টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ, করোনা-আক্রান্ত নন রাম রহিম

গুরুগ্রাম, ৭ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হননি ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। তাঁর কোভিড টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন গুরুগ্রামের চিফ মেডিক্যাল অফিসার (সিএমও) ডাঃ বীরেন্দ্র যাদব। কোভিড আক্রান্ত সন্দেহে রবিবার রাম রহিমকে হরিয়ানার রোহতক জেলার সুনারিয়া কারাগার থেকে গুরুগ্রামের মেদান্তা মেডিসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কোভিড পরীক্ষা করা হলে, জানা যায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হননি ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। গুরুগ্রামের চিফ মেডিক্যাল অফিসার (সিএমও) ডাঃ বীরেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, রাম রহিমের কোভিড টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। উল্লেখ্য, ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে রাম রহিমের ২০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। রোহতক জেলার সুনারিয়া কারাগারের বন্দি রাম রহিম।

পার্ক স্ট্রিটের শাড়ির গুদামে আগুন

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : সোমবার দুপুরে পার্ক স্ট্রিটের এক শাড়ির গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গুদামের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখে আশেপাশের পথচলতি মানুষজন খবর দেন দমকলে। তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পকেট ফায়ার রয়েছে এখনও। ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান এখনও মেলেনি। তবে বিল্ডিংটিতে কেউ না থাকায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে ২৪ নং, পার্ক লেনে। দুপুর দুটো নাগাদ এই বহুতলের দোতলা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর পাঠান দমকলে। জানা গিয়েছে, এটি একটি কমার্শিয়াল বিল্ডিং। শাড়ির গুদামের পাশাপাশি ওই বহুতলে বেশ কয়েকটি অফিসও রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে করোনা সংক্রমণ রুখতে কড়া বিধিনিষেধ জারি থাকায় প্রায় ফাঁকাই ছিল বিল্ডিংটি। তাই আগুন লাগলেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি দমকল কর্মীদের। তবে বহুতলটি অনেক পুরনো এবং সংকীর্ণ জায়গায় হওয়ায় আগুন নেভাতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দমকল সূত্রে খবর, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ভিতরে কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।

মুম্বইয়ে এখনই সাধারণের জন্য চালু হচ্ছে না লোকাল ট্রেন : কিশোরী পেডনেকর

মুম্বই, ৭ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ে এখনই জনসাধারণের জন্য চালু হচ্ছে না লোকাল ট্রেন পরিষেবা। মুম্বইয়ে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলেই, চালানো হতে পারে লোকাল ট্রেন। তবে, এক সপ্তাহ পরে জনসাধারণের জন্য লোকাল ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সোমবার থেকে আনলক পর্ব শুরু হয়েছে মুম্বইয়ে। সকাল সাতটা থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা যাবে জিম, সেলুন।

লোকাল ট্রেন চালানো প্রসঙ্গে এদিন মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকর বলেছেন, 'কিছু বিধিনিষেধের সঙ্গে সোমবার থেকে আনলক পর্ব শুরু হয়েছে মুম্বইয়ে। তবে এখনই জনসাধারণের জন্য মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে না। জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রেই কেবল লোকাল ট্রেন চলবে। জনসাধারণের জন্য কবে তা ফের চালু হবে তা এক সপ্তাহ পর শহরের করোনা পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

খুব কম সময় তরল অক্সিজেনের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়ানো হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): খুব কম সময় তরল অক্সিজেনের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়ানো গিয়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি দেশে করোনা দ্বিতীয় ধাক্কায় ব্যাপক হারে সংক্রমণের জেরে আচমকা টলমল করতে থাকা চিকিৎসা পরিস্থিতিতে নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, গত দেড়বছরে ভারতে ব্যাপক চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এই পরিমাণ মেডিক্যাল অক্সিজেনের চাহিদা আগে আসেনি। এর জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ হয়েছে। বায়ুসেনা-নৌসেনা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে। অক্সিজেনের উৎপাদন বেড়েছে। বিশ্বের সব কোণা থেকে যা পাওয়া যায় সব আনা হয়েছে।খুব কম সময় তরল অক্সিজেনের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়ানো গিয়েছে।'

অসমে নিউজ পোর্টালের বাড়বাড়ন্ত, নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার, বলেছেন জনসংযোগ মন্ত্রী পীযূষ

তেজপুর (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : অসমে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক সংখ্যায় জন্ম নিচ্ছে নিউজ পোর্টাল। এবার এই সব নিউজ পোর্টালকে নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ নেবে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, পোর্টালগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুব শীঘ্র নির্দিষ্ট কিছু নীতি-নির্দেশনা জারি করা হবে। সেগুল অবশ্যই পালন করতে হবে পোর্টালগুলিকে। আজ সোমবার তেজপুরে এলে নিউজ পোর্টাল সম্পর্কিত সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে এ-কথা জানান জনসংযোগ এবং জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি শোণিতপুরের অভিভাবক মন্ত্রীও।

শোণিতপুরের অভিভাবক মন্ত্রী হাজরিকা আজ তেজপুরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চলে যান বরসলা বিধানসভা এলাকায় নদীবাঁধগুলো পরিদর্শন করতে। জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তেজপুরের সাংসদ পল্লবলোচন দাস এবং বিধায়ক গণেশ লিম্বু। তাঁদের নিয়ে তিনি জাহাজঘাট থেকে ব্রহ্মপুত্রের জলপথে প্রায় ৬০ কিলোমিটার সফর করে যান বরসলায়। এর আগে তেজপুর আবর্ত ভবনে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাণ থিয়েটারের পদাধিকারীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, বাণ থিয়েটারকে পুনঃনির্মাণের জন্য দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিল বিগত বিজেপি সরকার। ওই টাকায় প্রতিষ্ঠানটির কাজ সম্পূর্ণ হবে না বলে মন্ত্রী পীযূষকে জানান বাণ থিয়েটারের পদাধিকরীরা। বৈঠক শেষে বাণ থিয়েটারের জন্য আরও কিছু সরকারি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে সাংবাদিকদের জানান মন্ত্রী হাজরিকা।

ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যসচিবের রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর পেশ করা রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। সোমবার বিকেলে রাজ্যপালের ডাকে রাজভবনে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে রাজভবনে দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি। ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ওই বৈঠক বলে রাজভবন সূত্রে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব রাজ্যপাল। রবিবার ওই বিষয়ে জানতে চেয়ে মুখ্যসচিবকে তলব করেছিলেন তিনি। সেই মতো সোমবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে রাজভবনে হাজির হন মুখ্যসচিব। ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন তিনি। তবে সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হননি ধনখড়। মুখ্যসচিব রাজভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই তা নিয়ে টুইটে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যপাল টুইটে লেখেন, "ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে পারেননি। আরও বিস্তারিত তথ্য তাঁর কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল। বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আবার আসতে বলা হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যসচিবকে তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। ততকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় হিংসার রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল অবশ্য তাতেও সন্তুষ্ট হননি। হিংসা দেখতে তিনি নিজেই রাজ্য সফরে বেরিয়ে পড়েন। যা নিয়ে রাজভবন ও রাজ্য সরকারের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই মর্মে লাগাতার টুইট করেন ধনখড়।

হজ নিয়ে সতর্ক সৌদি আরব

রিয়াধ, ৭ জুন (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে হজ নিয়ে সতর্ক সৌদি আরব। সৌদি আরব জানিয়েছে, তারা চায় না হজ হয়ে উঠুক করোনার এপিসেন্টার। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে তারা। সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন সে দেশের কার্যকরী মিডিয়া মন্ত্রী ডঃ মজিদ আল কাসাবি। কাসাবি জানিয়েছেন, হজের মন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবেন। তবে সৌদি আরব কোনওভাবেই চায় না এ বারের হজ করোনা ভ্যারিয়েন্ট ছড়ানোর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুক। তবে যদি হজ যাত্রা হয়, তাহলে নিখুঁত পরিবহণ ও সুগঠিক কাঠামোর মাধ্যমে করোনাবিধিকে সম্পূর্ণ মান্যতা দিয়েই তা হবে। এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে সৌদি প্রশাসন। প্রতি বছর অন্তত ২ লক্ষ মানুষ সৌদি আরবে হজ যাত্রায় যান। ২০২১-এ করোনা আবহে সেই যাত্রা বাতিল হয়েছিল। এ বছর জুলাইয়ে শুরু হওয়ার কথা হজের। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত সুখকর নয়। সে বিষয়ে দেশের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি জানিয়েছেন, এ বছর হজ হবে কি না তা নির্ভর করছে সৌদি আরবের ওপর। তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে নেবে ভারত। - হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কাছাড়ে শুক্রবার থেকে শুরু জিপি ভিত্তিক কোভিড পরীক্ষা ও টিকাকরণ কর্মসূচি

শিলচর (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : আরোগ্য শিলচর ও আরোগ্য চা বাগিচা কর্মসূচির পর আগামী ১১ জুন থেকে মাসব্যাপী শুরু হচ্ছে জেলাজুড়ে কোভিড পরীক্ষা ও কোভিড টিকাকরণ। আসাম কমিউনিটি সার্ভেইলেন্স শীর্ষক এই কর্মসূচির আওতায় জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ব্যাপক আকারে কোভিড রোগী শনাক্ত ও টিকাকরণই হচ্ছে এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ নিয়ে সোমবার জেলাশাসক কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্য সতীন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতালে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার প্রত্যেক সার্কল অফিসার, বিডিও, স্বাস্থ্য আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল্ডারিম ফারহিম, যুগল রাজবংশী, ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. বিমলজ্যো দেব শিকিদার, এনএইচএমের জেলা প্রবন্ধক রাহুল ঘোষ সহ জেলা ও ব্লকস্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাসব্যাপী এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে রূপরেখা তৈরি করা হয়। রূপরেখা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন থেকে চারটি করে ওয়ার্ড নিয়ে প্রতিদিন শিবির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তাঁর কথাতেই মোদী ভ্যাক্সিন প্রতিষেধক দিতে রাজি হলেন, দাবি মমতার

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়ে দিলেন যে বিনামূল্য সকল দেশবাসীকে প্রতিষেধক দেওয়া হবে। এর পরেই ঘটনার কৃতিত্ব দাবি করে টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদী জানান যে, দেশের কোনও রাজ্যকে প্রতিষেধকের জন্য কোনও খরচ করতে হবে না। যদি নিখরচায় প্রতিষেধক না চায়, তিনি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রতিষেধক নিতে পারেন। বেসরকারি হাসপাতালগুলি প্রতিষেধকের দামের উপর দেড়শ টাকা সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "সবাইকে বিনামূল্যে প্রতিষেধক সরবরাহ করা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী দাবী। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারী এবং এর পরেও একাধিকবার আমি প্রধানমন্ত্রীকে এটা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি ৪ মাস সময় নিয়েছেন। অনেক চাপ দেওয়ার পরে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা শুনেছেন। আমরা যা বলছিলাম, তা কার্যকর করলেন। এই মহামারী শুরুর পর থেকেই ভারতের জনগণের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রধানমন্ত্রীর এই বিলম্বিত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে অনেকের জীবন ব্যয় করেছে। একটি ভাল পরিচালিত ী ভ্যাকসিনেশনড্রাইভের প্রত্যাশা করছি। এই বার তাঁর জনগণের উপর দৃষ্টি পড়ুক, প্রচার নয়!"

অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির টুইটেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। দীপক দাস নামে এক নেটিজেন লিখেছেন, "এত মিথ্যাচার করেন কি করে? আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার কোনও ব্যবস্থাই ঠিকঠাক চালাতে পারে না! ভ্যাকসিন ড্রাইভ আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে শ্লো চলছিল! কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে এবার ঠিক কাজ হবে, সকলেই ফ্রী ভ্যাকসিন সুবিধার লাভ নিতে পারবে, ভরসা আছে!!"

বজ্রাঘাতে পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলায় ২০ জনের মৃত্যু, হতাহতদের ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মোদীর

কলকাতা,৭ জুন (হি.স.) : বাজ পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে - মুর্শিদাবাদের ৯ জন, হুগলির ৯ জন এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দুই জন। হুগলি জেলায় মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই মাঠে চাষের কাজ করছিলেন। সেই সময় বজ্রপাতে তাঁদের মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বজ্রাঘাতে মৃতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিপর্যয় তহবিল থেকে দু- লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দানের অনুমোদন দিয়েছেন। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইটে এ খবর জানানো হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী টুইটে জানিয়েছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বজ্রাঘাতে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।"এদিকে পূর্বাভাসমতোই কলকাতায় নামে বৃষ্টি। ফিরল স্বস্তি। গত কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর আজ প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি নামল শহরে।

বিনামূল্যে প্রতিষেধক, সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন জেপি নাড্ডা

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : দেশবাসীকে বিনামূল্যে প্রতিষেধক দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। টুইটে সোমবার রাতে জেপি নাড্ডা জানিয়েছেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বিনামূল্যে প্রতিষেধক দেবার জন্য হৃদয় থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মোদী সরকার সমস্ত দেশবাসীর পাশে আছে। গরিব থেকে অতি গরিব মানুষও যাতে প্রতিষেধক পায় এটাই আমাদের সংকল্প।

দেশ যখনই কোনও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখনই বারংবার মোদীজীকে দেখা গেছে সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিপদের মোকাবিলা করতে। তাঁর নেতৃত্বে দেশ সফল ভাবে প্রতিষেধক প্রয়োগের পথে এগোচ্ছে এবং আরও দক্ষ হচ্ছে। যাঁরা প্রতিনিয়ত অজুহাত বানাচ্ছেন, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তাঁদের উচিত ইতিবাচক অবদান রাখা।

সংকটের এই সময়েও কোনও মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন, তাই মোদীজী প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনাকে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা ৮০ কোটি মানুষ দীপাবলি পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন পাবেন। আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন এবং প্রতিষেধক নেওয়া সুনিশ্চিত করা।"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং অভিভাবক মন্ত্রীর কড়া ফরমান ধোঁপে টেকেনি, করিমগঞ্জে আইসিইউ স্থাপন অনিশ্চয়তার কবলে, দুশ্চিন্তায় নাগরিককুল

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জুন মে (হি.স.) : স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশও কাজে আসছে না। গত এক বছর থেকে ঝুলে রয়েছে আইসিইউ নির্মাণের কাজ। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন বিশবাঁও জলে। এদিকে আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন না হওয়ার দরুন ভেন্টিলেশন মেশিনগুলোও সংস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। সেগুলোও বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। গত বছর করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় আইসিইউ নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আইসিইউ স্থাপন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

এর মধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার দু-দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ফরমানও কোনও কাজে আসেনি। আইসিইউ স্থাপনের প্রক্রিয়া যে হিমঘরে ছিল আজ অবধি সেখানেই রয়ে গেছে। গত মাসের ১৭ তারিখ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত করোনা মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের খোঁজ খবর নিতে করিমগঞ্জ সফরে এসেছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রথমেই অসামরিক হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হন। করোনা মোকাবিলায় হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা দেখে সুপার ডা. অরুণাভ চৌধুরীকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলেছিলেন, প্রথমবার এসেছি বলে মাফ করে দিলাম। পরবর্তীতে কিন্তু কড়া সিদ্ধান্ত নিতে কসুর করব না। আইসিইউ নির্মাণকাজ নিয়েও প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাজের ঠিকাদার আব্দুল কুদ্দুসকে কড়া শাসানি দিয়ে বলেছিলেন, কুড়িদিনের ভিতরে আইসিইউর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নইলে ঠিকাদার বদল করতেও পিছ-পা হবেন না তিনি।

মন্ত্রীর এমন সক্রিয়তা দেখে জেলাবাসীর মনে আশার কিরণ দেখা দিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, এবার হয়ত কিছু একটা হবে। বিভাগীয় মন্ত্রীর সকল হম্বিতম্বি আসলে যে পর্বতের মূষিক প্রসব মাত্র, তা আর জেলাবাসীর বুঝতে বাকি রইল না। মন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া কুড়ি দিনের সময়সীমা ইতিমধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আইসিইউ নির্মাণের কাজ এখনও বিশবাঁও জলে। বিভাগীয় মন্ত্রীর কড়া ফরমানেও জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরেনি।

রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তথা করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যও গত মাসের ২৯ তারিখ করোনা নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিতে করিমগঞ্জ সফরে এসেছিলেন। সেদিন তিনিও অসামরিক হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরীর কাছে আইসিইউ নির্মাণকাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, জানতে চেয়েছিলেন। হাসপাতাল সুপার বনমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, দু-তিনদিনের মধ্যে আইসিইউ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। সুদূর মুম্বাই থেকে বিশেষজ্ঞ দলও শহরে এসে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু বনমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর করে যাওয়ার আজ নয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আইসিইউ নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বিশেষজ্ঞ দলও আজ অবধি মুম্বাই থেকে আসেনি।

এখানে জনতা প্রশ্ন তুলেছেন, হাসপাতাল সুপার ডা. অরুণাভ চৌধুরী রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা জেলার অভিভাবক মন্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস কেন দিলেন? আইসিইউ নির্মাণকাজের ঠিকাদার আব্দুস কুদ্দুসের সঙ্গে তাঁর কি কোনও গোপন বোঝাপড়া রয়েছে? স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলার অভিভাবক মন্ত্রী, কারোর কথাই কানে তুলছেন না হাসপাতাল সুপার। হাসপাতাল সুপারের এমন কর্মকাণ্ডে জেলার জনমনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

জলের অভাবে হাসপাতালের রোগীরা হাহাকার করলেও, সুপার নিজের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দিব্যি বসে থাকেন। গত দু-তিনদিন আগে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক রোগী চরম জল সংকটে ভুগছিলেন। সে সময়ও সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল সুপার কোনও ভূমিকা পালন করেননি। সমস্যার কথা শুনে হাসপাতালে ছুঁটে এসেছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ধীরে ধীরে কিছুটা নিম্নগামী হলেও, আগামী পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে আবার করোনার তৃতীয় ঢেউ আসছে বলে বৈজ্ঞানিক সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা এ-ও জানিয়েছেন তৃতীয় ঢেউয়ে ভাইরাসের আক্রমণ প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ থেকে আরও কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হবে। আর তৃতীয় ঢেউয়ে এই মারণ ভাইরাস শিশুদেরই সব থেকে বেশি সংক্রমিত করবে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সঙ্কটজনক এই পরিস্থিতিতে করোনা চিকিৎসার জন্য জেলাবাসীর একমাত্র ভরসাস্থল করিমগঞ্জ কোভিড-১৯ হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা যদি নড়বড়ে থাকে, তা-হলে জেলাবাসীর জন্য যে একটা কঠিন সময় অপেক্ষা করছে তা আর বলে বোঝাতে হবে না। আইসিইউর নির্মাণকাজ কবে শেষ হবে? এর সঠিক কোনও উত্তর নেই হাসপাতাল সুপারের কাছে। আইসিইউ নির্মাণ না হলে ভেন্টিলেটর মেশিনগুলোও ইনস্টল করা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে জেলার করোনা চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল কোভিড-১৯ হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। সংকটজনক কোনও করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা কীভাবে হবে, এটা ভাবতেই শরীর শিউর উঠছে করিমগঞ্জের নাগরিককুলের। অথচ শাসক দলের জেলা নেতৃত্বের এদিকে কোনও খেয়াল নেই।

অনেকে বলেছেন, দলীয় সাংসদ কৃপানাথ মালাহ ড্রোনের সাহায্যে শহরকে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করেছেন। করিমগঞ্জের আকাশে এমন-কি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকাশেও এর আগে অন্য কোনও দল ড্রোন উড়ায়নি। এই আত্মতুষ্টি নিয়ে শাসকদলের নেতারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছেন। জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই তাঁদের। বিরোধী দলের নেতা বিধায়করাও শুধু ব্যক্তিগত রাজনীতির আখের গোছাতেই ব্যস্ত। করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার আগে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো কীভাবে উন্নত করা যায়, এ নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাথাব্যথা নেই। আইসিইউ নির্মাণ, ভেন্টিলেটর স্থাপন সহ অসামরিক হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার আশু উন্নতিকল্পে পরিচালন সমিতির সভাপতি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন জেলার সচেতন নাগরিককুল।

জিবি হাসপাতালে আট লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী প্রদান করল ওটিপিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়ালো ওটিপিসি। সোমবার জিবি হাসপাতাল সাড়ে আট লক্ষাধিক টাকার চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করেছে ওটিপিসি।রাজ্যের প্রথম হাসপাতাল জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির আহবানে সাড়া দিয়ে ওটিপিসির পক্ষ থেকে সোমবার বেশ কিছু স্বাস্থ্য সরঞ্জাম তুলে দেয়া হয় জিবি হাসপাতালের ডাক্তারদের হাতে। সরঞ্জামগুলি কোভিড রোগীদের আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্যই প্রদান করা হয়। সোমবার দুপুরে আগরতলার এজিএম সিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরার সংসদ তথা জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান প্রতিমা ভৌমিক এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার সংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, ওটিপিসি রোগী কল্যাণ সমিতির আহবানে সাড়া দিয়ে ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকার স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রদান করেছে। তিনি তথ্য দিতে গিয়ে জানান জিবি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত শিশুদের জন্য ৩০টি বেড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে বলেও তিনি জানান। সাংসদ প্রতিমা তথ্য দিতে গিয়ে আরো জানান দেশে করুণায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ১৮ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় মৃত্যুর হার অনেক কম। মৃত্যুহার শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন সোমবার থেকে এ এন এম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীদের জিবি হাসপাতালে কোভিড কেয়ার সেন্টারে পরিষেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে সন্ধ্যা ছটা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত একজন ডাক্তার ওয়ার্ডে অন ডিউটিতে থাকবেন বলেও জানান তিনি। এছাড়া দুজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট সহ তিনজন ডাক্তার অন ডিউটিতে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিকিৎসক-নার্স স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্যরা যেভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো উপহার পৌঁছল উদয়পুর হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জুন।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো উপহার সোজাসুজি উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে।একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অক্সিজেন জেনারেটর পাঠালো জো বাইডেন সরকার, গতকাল বিকালে পৌঁছে গেলো গোমতী জেলা হাসপাতালে। গোমতী জেলাবাসীকে আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে, অক্সিজেনের জন্য আগরতলার প্রতি নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে এই উপহারটুকু আগামীতে বলিষ্ঠ ভুমিকা নেবে বলেই অধিকাংশ জেলা বাসির বিশ্বাস। এখন গোমতী জেলার সকল চিকিৎসাকেন্দ্রে অক্সিজেনের যোগান দেবে হাওয়া থেকে অক্সিজেন উৎপাদনকারী এই জেনারেটর। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ইতিহাস তৈরী হচ্ছে গোমতী জেলা হাসপাতালে। আমেরিকার প্রধান মন্ত্রী ও সে দেশের নাগরিককে, প্রধানমন্ত্রী মোদি , মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব , ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর- পরিবহন ও পর্য্যটন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে অনেক অভিনন্দন বার্তা পৌছে গেলো সংশ্লিষ্টদের কাছে। অনেকে এভাবেই আসলে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ বলে বর্ণনা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন।জেলা হাসপাতালে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয় দফা দাবীতে কাকড়াবন পঞ্চায়েত সচিবকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জুন।। আবারো কোভিড আক্রান্ত রোগীর দেহ সৎকার নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন জেলা প্রশাসন। করোনা আবহে প্রতি জেলায় একটি করে কোভিড মহাশ্মশান তৈরির কথা থাকলেও জনগনের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিবাদে কোভিড মহাশ্মশান তৈরিতে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে বারবার পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে গোমতি জেলা প্রশাসন। গত চার তারিখে উদয়পুর হোম আইশোলেশনে থাকা এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর দেহ রাতের অন্ধকারে কাকড়াবন সাধারণ মহাশ্মশানের সৎ সৎকার করে সাময়িকস্বস্তি পেয়ে ছিলো জেলা ও মহাকুমা প্রশাসন। কিন্তু দুদিন কাটতে না কাটতেই আজ কাকড়াবন এলাকার জনগণ কোভিড নিয়ম মেনে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাকড়াবন পঞ্চায়েত সচিবের নিকট ছয় দফা দাবির সমর্থনে গন ডেপুটেশন দেয়। দাবি সমূহ- গত চার জুন রাতের অন্ধকারে কোরোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ব্যক্তিকে এই শশ্মান সৎকারের ফলে শশ্মানের ছাই,পোড়া কাঠ গোমতি নদীর জলে ফেলে দেওয়ায় গোমতির জলকে আর পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারে গ্রাম বাসির অনীহা, শশ্মান সংলগ্ন এলাকায় শ্রমিকরা ,কৃষকরা ভয়ে কাজে আসছেন না।, অনেকে এলাকা ছাড়ার পরিকল্পনা করেছেন, শশ্মানটি বাজার সংলগ্ন হওয়ায় ভয়ে বাজারে মানুষ আসছে না ফলে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে , শশ্মান সংলগ্ন পানীয় জলের প্ল্যান্টের জল ব্যবহারে স্থানীয়দের অনীহা ইত্যাদি বিষয়ে এলাকা বাসি আজ কাকড়াবন পঞ্চায়েত সচিবের নিকট ছয় দফা দাবি নিয়ে গন ডেপুটেশনে মিলিত হন। গোমতি জেলা প্রশাসনের নিকট কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি দেহ সৎকারে নতুন করে সমস্যায় পড়লো বলে বুদ্ধিজীবী মহল মত পোষণ করেন।

সাফাই কর্মী এবং রিক্সা ও ঠ্যালা শ্রমিকদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। বিজেপির ট্রেড সেল বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে সোমবার দুপুরে বিশালগড় ব্রিজ চৌমুনীতে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় পুরপরিষদের সমস্ত সাফাই কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমার রিকশা ও ঠ্যালা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তিন দিনের খাবার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্যাকেট।এদিনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা, প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বনিক, টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকু রায় এবং বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অপু পাল এবং করোনা আক্রান্ত হয়ে যারা পরলোকগমন করেন তাদের আত্মার সদগতি কামনায় একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টিংকু রায় বলেন করোনা মহামারীর শুরু থেকেই তারা গরীব ও দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং আগামী দিনেও তা বহাল থাকবে।

দমকল অফিসের টেলিফোন বিকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। বিশ্রামগঞ্জের অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ল্যান্ড ফোন বিকল। কুম্ভ নিদ্রায় আচ্ছন্ন বিএসএনএল দপ্তর। জানা যায় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ল্যান্ড ফোন দুইদিন পর পর খারাপ হয়ে যাচ্ছে অথচ বিএসএনএল দপ্তরে জানালেও সারাইয়ের কোন উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি এমনই অভিযোগ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের। যার দরুন আপদকালীন সময়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল কর্মীদের পাওয়া যাচ্ছে না। তা নিয়ে এলাকার জনগণ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এ খবর পেয়ে সংবাদকর্মীরা ছুটে যায় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। সেখানে গিয়ে জানা যায় যে বর্ষাকালে প্রতিনিয়তই তাদের ল্যান্ড ফোন খারাপ হচ্ছে এবং সেই বিষয়ে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানালে দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লক্ষ্য করা যায়নি। এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের প্রতি সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ভিডিও ভাইরাল হতেই চাইল্ড লাইনের তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। বিশালগড় পূর্ব লক্ষীবিল কালিটিলা এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের অলক দেবনাথের অকাল মৃত্যুতে তার দুটি ছোট ছোট শিশু সন্তানের জন্য বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় ইতিমধ্যেই। ভাইরাল হওয়া ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে দেখতে পেয়ে সোমবার চাইল্ড লাইনের কর্তৃপক্ষরা বিশালগড় পূর্ব লক্ষীবিল স্থিত শীবটিলা এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের অলক দেবনাথ এর পরিবারের নিকট ছুটে যান এবং সেখানে গিয়ে ওনার ছোট ছোট দুই শিশুর লেখাপড়ার দায়িত্বসহ কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসেন।চাইল্ড লাইনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিটির সদস্য এবং বিজেপি স্থানীয় নেতৃত্ব তপন দাস সহ এলাকার বিশিষ্ট লোকেরা।

খোয়াই নদীতে তলিয়ে গেল অজগর সাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। বন কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় একটি অজগর সাপ খোয়াই নদীর জলে তলিয়ে গেল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া স্থিত জয়নগর বাজারের লিটন দেবের বাড়ির পেছনে একটি চারা আম গাছে।সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ সম্পূর্ণ ঘটনাটিএলাকাবাসীর বক্তব্যে জানা যায় লিটন দেবের বাড়ির পেছনে চারা আম গাছে থাকা অজগর সাপটি অন্য একটি প্রাণী অর্থাৎ চলুইকে ভক্ষণ করার জন্য চেষ্টা চালায় সাপটি। ওই সময় খোয়াই নদী সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির মালিক লিটন দেব ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বনকর্মীদের খবর দেয়। এরইমধ্যে অজগর সাপটিকে দেখার জন্য অনেক মানুষজন ভিড় জমায়। পরে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে ও তাদের খামখেয়ালিপনায় ওই অজগর সাপটিকে ধরতে পারেনি বন কর্মীরা। যার কারণে ওই অজগর সাপটি নির্দধিায় খোয়াই নদীর জলে তলিয়ে যায়। এলাকাবাসীর বক্তব্য এই অজগর সাপটি খোয়াই নদীর জলে চলে যাওয়ায় যেকোনো সময় অন্য কারোর বাড়িঘরে প্রবেশ করতে পারে।

এফিডেভিট

আমি শ্রী সপ্তর্ষী বনিক, পিতা- শ্রী শ্যামল কান্তি বনিক, বাড়ি- চিত্তরঞ্জন রোড, পোঃ- আগরতলা, থানা- পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরার নিবাসী জানাচ্ছি যে আমার সমস্ত দস্তাবেজে পিতার নাম শ্যামল কান্তি বনিক উল্লেখ রয়েছে। তবে, আমার পাসপোর্ট (নং-জে৬৮১৫৭৪৫) এ পিতার নাম শ্যামল বনিক উল্লেখ করা হয়েছে শ্যামল কান্তি বনিকের পরিবর্তে। সম্প্রতি আগরতলা নোটারি এফিডেভিট এর মাধ্যমে জানাচ্ছি যে ওই পাসপোর্টে নাম পরিবর্তন করা হল।

স্বাক্ষর
সপ্তর্ষী বনিক

ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের ঋণ ফেরত কিস্তির পরিমাণ এবং সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, গত ৫ই মে, ২০২১ তারিখের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যে সকল ঋণ ১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত অনুৎপাদক সম্পদ (NPA) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি ঋণের শর্তাবলী পুনর্বিন্যাসের আওতায় আনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরফলে ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের ঋণ ফেরত কিস্তির পরিমাণ এবং সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের প্রায় ৭ লক্ষের উপর মানুষ উপকৃত হবেন। অনুরূপভাবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্ক এবং সংস্থা সমূহ (MFI) তাদের গ্রাহকদের ঋণগুলিও ঋণের শর্তাবলী পুনর্বিন্যাসের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। এই সুবিধা গ্রহণ করার জন্য ঋণ গ্রহীতাগণ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ ব্যাঙ্ক বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার শাখায় বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। করোনা অতিমারির সময়ে রাজ্যের ঋণ গ্রহীতাদের কিস্তি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্টায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত ২ জন উপমুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্বে এক সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫২ জন ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে ১৬,৮৮৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫০৯ জন ১,৫৮৪ কোটি ১৯ লক্ষ, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রকল্পে (PMEGP) ১,০৩৬ জন ঋণ নিয়েছেন ৫১ কোটি, স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৮০৮ জন ঋণ নিয়েছেন ২০কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য প্রকল্প মিলে মোট ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫২ জন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। ফলে রাজ্যের বর্তমানে সিডি রেশিও ৫৪ শতাংশ পৌছেছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

খাবারের প্যাকেট সরবরাহে অনিয়ম মুখ্যসচিবকে চিঠি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতিতে সরকারী ভাবে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হচ্ছে বলে অভিযোগ করে বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা মুখ্যসচিবকে একটি চিঠি দিয়েছেন সোমবার। চিঠিতে বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা উল্লেখ করেছেন মার্কফেড এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা হলেও পণ্য সামগ্রীর দাম খোলা বাজার থেকে অনেকটাই বেশীতে নেয়া হয়েছে। এই খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের নামে ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে বলে বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা অবিলম্বে গোটা বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী চিঠির মাধ্যমে মুখ্যসচিবের কাছে করেছেন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

থেকে আসা দুটি বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে সিধাই থানার পুলিশ। দুর্ঘটনা প্রস্তাব দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কমলপুরে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের একাধিক থানায় অভিযুক্তদের ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ডেমোক্র্যাটিক রাইটস প্রটেকশন অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরা। সংগঠনের মতে, এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে আইনের শাসন বলে না। পুলিশের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে রাজ্যের ডিজিপি-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংগঠন দাবি জানিয়েছে।

ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

সঞ্জীব দেববর্মা (৩৫) এবং সঞ্জীত দেববর্মা (৩৪)সহ ৬ চাকার লড়িটিকে মুঙ্গিয়া কামী থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানায় ধৃত দুই যুবকের বাড়ি খোয়াই মহকুমা এলাকায়। অন্যদিকে এই লড়িটি আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া থানা অতিক্রম করেই মুঙ্গিয়া কামি থানা এলাকায় গিয়ে আটক হয়। কিন্তু এই লরিটিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ সম্পর্কিত কোন খবরই জানেনা। যদিও সোমবার সাতসকালে অবৈধ শুকনো গাঁজা উদ্ধারের সাফল্য কুরিয়ে নেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া, মুঙ্গিয়াকামী থানার ওসি দ্রুবজয় রিয়াং এবং এস আই রঞ্জিত দাস সহ থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে বাজারে মারধর শুরু করে শাসকদলের দুস্কৃতিকারীরা। এতে গুরুতর আহত হয় বিকাশ দাস। বামপন্থী সমর্থকদের উপর আক্রমণের ঘটনা খবর পেয়ে দুই শতাধিক উপরে বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা রাধানগরের বাজারে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলে ,আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ টিএসআর বাহিনী ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২ রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ সহ ২ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, পুলিশ সূত্রে খবর। পরিস্থিতি থমথমে রাধানগর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও টি এসআর বাহিনী।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৬৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১০১ জন, দক্ষিণ জেলায় নয়জন, গোমতি জেলায় ২৬ জন, ধলাই জেলায় ১৯ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৩৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৮ জন, উনকোটি জেলায় ১৩ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণের হার অনেকটাই কমেছে। বর্তমানে রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার ২.৬৬ শতাংশ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে করোনা সংক্রমণের হার ৩.৭৭ শতাংশ এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার ৬.৩৪ শতাংশ।

লেনদেন

● প্রথম পাতার পর

অজয় দের নিকট মুদি দোকানের বাকি ১০৩০ টাকা চাইতে গেলে অজয় দে মহিলাকে গালীগালাজ শুরু করে। পরবর্তী সময় মহিলার গায়ে হাত তুলে মহিলাকে আক্রমন করে অজয় দে এমনটাই অভিযোগ। মহিলার সাথে উনার ছেলেকেও আঘাতকরে বলে অভিযোগ। এইঘটনার খবরপেয়ে এলাকার লোকজন ছুটে গেলে অজয় দে ঘটনাস্থল থেকে পালিয় যায়। অবশেষে আজ বিকেল বেলায় অসহায় মহিলা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করে। এখন দেখার বিষয় মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে দোষীর শাস্তি প্রদানে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিশ্রম করলে, মনোভাব স্বচ্ছ থাকলে সব কাজ করা যাবে। এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে দুটি ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’টিকা তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।। আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে নেই।

তিনি বলেন, গত বছর থেকেই আমরা ভ্যাকসিন টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছি। ভ্যাকসিন নির্মাতাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সাহায্য করা হয়েছে। গবেষণার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকার নির্মাতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছে। সকলকে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, ভারতের ভ্যাকসিন নির্মাতাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ভ্যাকসিন না নেওয়ার জন্য ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হয়েছে। যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁরা জীবন নিয়ে খেলছেন। এসব থেকে সতর্ক থাকুন। সকলের কাছে অনুরোধ, ভ্যাকসিন নিয়ে সচেতন হতে হবে। করোনা চলে যায়নি। আমাদের সাবধান থাকতে হবে, করোনাবিধির পালন করতে হবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করোনাকে আমরা হারাতে পারব।

সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে করোনার টিকাকরণ নিয়ে বড় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এবার থেকে টিকাকরণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আর কোনও অর্থ ব্যয় করতে হবে না। ২১ জুন থেকে ১৮ বছরের উর্ধ সব নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দেবে ভারত সরকার।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, টিকা প্রস্তুতকারকদের থেকে ৭৫ শতাংশ টিকা কিনবে কেন্দ্র। বাকি ২৫ শতাংশ কিনতে পারবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। রাজ্যগুলিকে বিনামূল্যে টিকা দেবে কেন্দ্র। ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলে বিনামূল্যে টিকা পাবেন। ২১ জুন থেকে ১৮ বছরের উর্ধ্বে সব নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দেবে ভারত সরকার। মোদী আরও বলেন, সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা বাচ্চাদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তা নিয়ে দুটি টিকার কাজ চলছে। এছাড়া মোদী জানান, প্রতিটি ডোজের যা নির্ধারিত দাম থাকবে, তাতে সর্বাধিক ১৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ বসানো যাবে।

সেই সঙ্গে এদিন রাজ্যগুলিকে ঠুকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ”বিভিন্ন রাজ্যের থেকে বিভিন্ন রকমের দাবি করা হচ্ছিল টিকাকরণ নিয়ে। কেন লকডাউনের ক্ষমতা রাজ্যের হাতে দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল।” মোদী বুঝিয়ে দেন, রাজ্যগুলির দাবির ভিত্তিতেই কেন্দ্র ধীরে ধীরে টিকাকরণের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় রাজ্যগুলির হাতে।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, এ বছর ১৬ জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত টিকাকরণ মূলত কেন্দ্রের হাতেই ছিল। দেশ বিনামূল্যে টিকাকরণের দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু তারপর অনেক রাজ্য টিকাকরণের ভার নিজেদের হাতে চাইছিল। স্বাস্থ্য যেহেতু মূলত রাজ্যের ব্যাপার, তাই ভারত সরকার রাজ্যগুলির উপর টিকাকরণের ভার ছেড়েছিল। ভারত সরকার গাইডলাইন তৈরি করেছিল, যাতে রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের মতো ব্যবস্থা করতে পারে। ১মে থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে ২৫ শতাংশ করে টিকা দেওয়া শুরু হল। মে মাসের দুসপ্তাহের মধ্যেই অনেক রাজ্য সরকার বুঝতে পারে, আগের ব্যবস্থাই ভাল ছিল। অনেক রাজ্য সরকারের টিকা দানে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সমস্যা মেটাতেই কেন্দ্র আগের মত সব নাগরিকের টিকাকরণের দায়িত্ব নিল। ১৮ বছরের উর্ধ্বে সমগ্র দেশবাসীকে টিকাকরণের আওতায় আনা হল। তবে, কেউ চাইলে বেসরকারি হাসপাতালেও টিকা নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে, বেসরকারি হাসপাতাল ভ্যাকসিনের দামের উপর সর্বোচ্চ দেড়শো টাকা সার্ভিস ট্যাক্স নিতে পারবে। এটা দেখাশোনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

সোমবারের ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর আরও একটি বড় ঘোষণা হল বিনামূল্যে রেশন। এদিন তিনি ঘোষণা করেন নভেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। গত বছর করোনার কারণে লকডাউনে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা ৮ মাস ধরে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছিল। এ বারও মে-জুনে সেই যোজনার ঘোষণা করা হয়েছি। এবার বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার সেই মেয়াদ আরও বাড়াল কেন্দ্র। তিনি জানিয়েছেন, ‘দীপাবলি অর্থাৎ নভেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। এর ফলে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মেয়াদ দীপাবলি অবধি বৃদ্ধি করা হবে।’

আমতলী

● প্রথম পাতার পর

ভানুলাল বাবু সোমবার আমতলী থানায় আসেন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানান হয়রানি করার জন্যই এধরনের প্রয়াস। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভানু লাল সাহা জানান, রাজ্যে আইনের শাসন নেই, যার যার জীবন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে বলে পোস্ট করেছিলাম। সেই কারণেই তার বিরুদ্ধে পুলিশ এফ আই আর গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকেছে। আইনের প্রতি বিশ্বাস রেখে তিনি বলেন, এভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করা হলেও আদালতে কিছুই হবে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন।এ বিষয়ে ভানু লাল সাহার আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা জানান, এসব মামলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, কোন সারমর্ম নেই। স্বৈরাচারী মনোভাবের সঙ্গে অপদার্থতার সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এ ধরনের কার্যকলাপ করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ফোরামে প্রতিবাদ জানানো হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। প্রবীণ নেতাদের এভাবে হয়রানি ও লাঞ্ছিত করা সঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন।

এজন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে। তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভযঙ্কর

● প্রথম পাতার পব

উৎসাহিত করবেন। সঠিক খাবার খাওয়ার দিকে নজর দেবেন। মনে রাখতে হবে বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে। টিকা ঠিকমত কাজ করছে কিনা এ নিয়েও জনমণে সন্দেহ আছে। টিকা দিলে বাচ্চারা রক্ষা পাবে এবং ওদের আশপাশে সবাই রক্ষা পাবে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে সুরক্ষিত থাকার কারণে বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ কম হচ্ছে। Covid হলেও খুব মৃদু ধরনের হয়।

দ্বিতীয় পর্বে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। দেখা গেছে উত্তরাখণ্ডে ১৬০০০ শিশু এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন তৃতীয় পর্বের জন্য। এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলা ভাল বেশিরভাগ খবরেই সেখান থেকেও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের ২০২১ সনের মধ্যে সবাইকে টিকা দেওয়া মনে হয় বেশি আশার্বাদী কথা। সবাইকে টিকা দিতে ১.৪৯ বিলিয়ন ডোজ লাগবে সবাইকে টিকা দিতে। তার জন্য ৩ বছর সময় লাগার কথা। তারপও যদি ১২-১৮ বছরের মধ্যে টিকাকরণ হয় তাহলে আরও কঠিন হবে টিকা দেওয়া। তবু ভারতবর্ষ আশা করছে ২.১৬ বিলিয়ন টিকা বের করতে পারবে ২০২১ইং -এর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। বড় বড় শহরে বাচ্চাদের টিকাকরণ যতটা সহজ গ্রামাঞ্চলে তা ততটা সহজ হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ের জন্য আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বিভাগ অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে রোগীদের সেবায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স এবং হাসপাতাল ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

এখনও পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না আমাদের দেশে ঠিক কতজন লোক এই রোগে মারা গেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে ‘স্প্যানিশ ফ্লুত’ এর মত করোনা রোগও তৃতীয় পর্যায়ের পর শেষ হয়ে যাবে। তবে নিশ্চিতভাবে এখন ও তা বলা যাচ্ছে না।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

অভিভাবকরা মতামত দেবেন। আগামীকাল থেকে ১৫ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মতামত জানাতে পারবেন। এর পরই পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

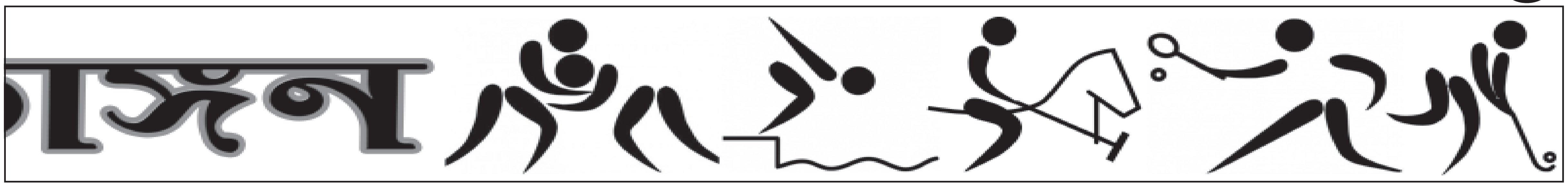

ইউরোর দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে রোমানিয়াকে হারাল ইংল্যান্ড

মিডলসবোরো, ৭ জুন (হি.স.) : ইউরোর দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেল ইংল্যান্ড। অস্ট্রিয়ার পর এবার দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে রোমানিয়াকে হারাল তারা। পেনাল্টি থেকে ম্যাচের জয়সূচক গোলটি করেন মার্কাস রাশফোর্ড। গোলের পাশাপাশি দলের অধিনায়কত্ব করে এদিন নজির গড়লেন ম্যান ইউ স্ট্রাইকার। কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ইংল্যান্ডকে এদিন নেতৃত্ব দিলেন রাশফোর্ড। দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও একাদশ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা জারি রেখেছিলেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। বেন গডফ্রে, বেন হোয়াইট এবং জেমস ওয়ার্ড-প্রোসে- ইউরোর ২৬ সদস্যের ঘোষিত স্কোয়াডে না থাকা এই তিন ফুটবলারকে একাদশে রেখে শুরু করেন তিনি। হ্যারি কেনহীন আপফ্রন্টে এভার্টন স্ট্রাইকার কালভার্ট-লুইনকে রেখে পিছনে স্যাঞ্চো, গ্রিলিশ এবং রাশফোর্ডকে জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এদিনও বর্ণবাদের বিরোধীতায় ম্যাচ শুরুর আগে হাঁটু মুড়ে বসে প্রতিবাদ জানান ইংরেজ ফুটবলাররা।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডের গোলটি আসে পেনাল্টি থেকে। জ্যাক গ্রিলিশকে বক্সে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় 'থ্রি-লায়ন্স'। স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন অধিনায়ক রাশফোর্ড। এদিন ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় ওয়েস্ট ব্রমউইচ গোলরক্ষক স্যাম জনস্টোনের।

অন্যদিকে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে গ্রীসের কাছে আটকে গেলেও দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেল বেলজিয়াম। তারকা স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকুর প্রথমার্ধে করা একমাত্র গোলে এদিন জয় পায় বিশ্বসেরা দল। কর্নার থেকে হেডে এদিন জয়সূচক গোল করেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার।

ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে রবিনসনকে নির্বাসিত করল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড

লন্ডন, ৭ জুন (হি.স.) : বর্ণ বৈষম্যমূলক বিতর্কের জেরে ইংল্যান্ডের তারকা বোলার ওলি রবিনসনকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। লর্ডসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ড্র করে ইংল্যান্ড দল। আর তারপরই রবিনসনের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলশ ক্রিকেট বোর্ড। কিউয়িদের বিরুদ্ধে পরবর্তী এজবাস্টন টেস্ট খেলতে পারবেন না এই ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার। পাশাপাশি জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে রবিনসনকে তাঁর কাউন্টি ক্লাব সাসেক্সে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১২-১৩ সাল নাগাদ নিজের টুইটারে বর্ণবিদ্বেষমূলক টুইট করেছিলেন রবিনসন। আর সেই টুইটগুলি ফের প্রকাশ্যে আসে। আর সেই জন্যই অভিষেক টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা সত্ত্বেও কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হল রবিনসনকে। লর্ডসে নিজের প্রথম টেস্টে দুর্দান্তভাবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন এই ব্রিটিশ পেসার। দুই ইনিংস মিলে সাত উইকেট নেওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ড বোর্ডের কঠিন শাস্তির মুখে পড়লেন তিনি।

তবে রবিনসনের পাশে দাঁড়িয়েছেন অধিনায়ক জো রুট, তিনি তার খেলার প্রশংসা করার পাশাপাশি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। রুট বলেন, 'ব্যাটে ভাল অবদান রেখেছে। দুর্দান্ত বোলিং করেছে। টেস্ট ক্রিকেটে সফল হওয়ার রসদ ওর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মাঠের বাইরে যা করেছে তা কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজকের দায়িত্ব পেতে পারে শ্রীলঙ্কা, আলোচনা চলছে আইসিসি-র সঙ্গে

মুম্বই, ৭ জুন (হি.স.) : এবছর দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর বসার কথা ছিল। কিন্তু দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে চলায় ভারতের মাটি থেকে সরিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা শুরু করে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা(আইসিসি)। তবে আরব আমিরশাহির তিনটি দেশ শারজা, দুবাই ও আবুধাবি ছাড়াও চতুর্থ দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কাকেও সম্ভাব্য আয়োজক হিসেবে রাখার বিষয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। এই নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে তাদের কথাও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

টুর্নামেন্টের আয়োজন অক্টোবর-নভেম্বরে হওয়ার কথা। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একাধিক দেশের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলছে। এর আগে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড আইপিএল তাদের দেশের মাটিতে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিল। ১ জুন আইসিসি বৈঠক থেকে বিসিসিআইকে আয়োজনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ২৮ জুন অবধি সময় দেওয়া হয়েছে। ১৬ দলের টুর্নামেন্টে আয়োজন করা হয়েছে।

ফরাসি ওপেন থেকে সরে গেলেও ফেডেরার লক্ষ্য উইম্বলডন, হারের পর একই উদ্দেশ্য সেরেনা উইলিয়মস-র

প্যারিস, ৭ জুন (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের শেষ ষোলোয় পৌঁছেও নাম প্রত্যাহার করে নিলেন সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার। ফিলিপ চ্যাট্রিয়ার কোর্টে শনিবার রাতে ৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট লড়াইয়ের পরই আভাস দিয়েছিলেন, এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের বিষয়ে। কয়েকঘন্টার মধ্যে তা নিশ্চিতও করলেন ফেডেরার। পরবর্তী গ্র্যান্ড স্ল্যাম উইম্বলডনে ফোকাস করতেই লাল সুড়কির কোর্টের গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নাম প্রত্যাহার রজারের। আবার রোলাঁ গারো থেকে বিদায়ের পর সেরেনার লক্ষ্য আপাতত উইম্বলডন। আগামী ২৮ জুন থেকে শুরু হতে চলা বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে অষ্টম খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবেন মার্কিনী তারকা।

২০টি মেজর জয়ী নাম প্রত্যাহারের মুহূর্তে জানিয়েছেন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রিহ্যাবের পর শরীরের কথা শোনাটাও এখন ভীষণ জরুরি। 'আমার টিমের সঙ্গে আলোচনা করে আমি রোলাঁ গারো থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। হাঁটুর জোড়া অস্ত্রোপচার এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রিহ্যাব চলার পর এই মুহূর্তে শরীরের কথা শোনাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমায় খেয়াল রাখতে হবে আমি এখন সহজে সুস্থ হতে পারব না।' ফরাসি ওপেন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঠিক আগে অনুরাগীদের একথা জানিয়েছিলেন তিনি। এদিকে এদিন রোলাঁ গারো থেকে বিদায়ের পর সেরেনার লক্ষ্য আপাতত উইম্বলডন। আগামী ২৮ জুন থেকে শুরু হতে চলা বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে অষ্টম খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবেন মার্কিনী তারকা। হারের পর উইম্বলডন প্রসঙ্গে সেরেনা জানালেন, 'সারফেস পরিবর্তন করে ঘাসের কোর্টে পা রাখতে আমি উত্তেজিত। কারণ আমি অতীতে ঘাসের কোর্টেই সবচেয়ে ভালো ফল করেছি। ক্লে-কোর্টেও আমার অতীত রেকর্ড খারাপ নয়, তবে এই মরশুমটা একেবারেই ভালো গেল না।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ভারতীয় ফুটবল দল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : কাতারের পর বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ম্যাচে সোমবার প্রতিবেশি বাংলাদেশের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ হলেও, ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান- তিন দেশের কাছে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়ান কাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচ। গ্রুপের তৃতীয় স্থান পাওয়ার জন্য লড়াই জমে উঠেছে। আর সেকারণে এদিনের ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'দলের কাছেই। আর এই ম্যাচে জয় ছাড়া কিছুই চাইছে না ভারতীয় দল। তবে প্রতিপক্ষের প্রশংসাও করলেন ভারতীয় দলের কোচ।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী কাতারের কাছে নামমাত্র গোলে হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। সেখানে ভারতীয় দলের পরের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ড্র করেছে আফগানিস্তানের সঙ্গে। প্রথম পর্বে কলকাতার যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে শুরুতে গোল করে ফেলেছিল বাংলাদেশ। একেবারে শেষ মুহূর্তে হেডে গোল করে ম্যাচের সমতা ফিরিয়ে আনেন স্টপার আদিল খান। সেক্ষেত্রে কাতারের মাটিতে এবারের ম্যাচটি ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের যোগ্যতা না পেলেও এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারে ভারতীয় দল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে কাতার এবং ওমান ধরাছোঁয়ার বাইরে। যত লড়াই বাকি তিন দলকে নিয়ে। ভারত, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ। আফগানিস্তান এবং ভারত দু'দলেরই রয়েছে ৩ পয়েন্ট। বাংলাদেশের পয়েন্ট ২। দুই ম্যাচ থেকে চার পয়েন্ট পেলেই ভারত মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই তৃতীয় স্থানে শেষ করবে। তার কম পেলে অন্যের ভরসায় থাকতে হবে। তাই বাংলাদেশ ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া সুনীল ব্রিগেড।

করোনা আক্রান্ত স্পেনের অধিনায়ক সার্জিও বুসকেতস

মাদ্রিদ, ৭ জুন (হি. স.) : ইউরো কাপ শুরুর আগে করোনা আক্রান্ত হলেন স্পেনের অধিনায়ক সার্জিও বুসকেতস। যার ফলে ইউরোর প্রস্তুতিতে সমস্যায় স্প্যানিশ শিবির। মঙ্গলবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামার কথা ছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের। অধিনায়ক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ খেলা হচ্ছে না স্পেনের।

জাতীয় দলের ওয়েবসাইটে স্প্যানিশ ফুটবলের গভর্নিং বডি বার্সেলোনা মিডফিল্ডারের মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত করার কথা জানিয়েছে। বুসকেতস ইতিমধ্যেই শিবির ছেড়েছেন। তাঁকে দলের অন্যান্যদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। যদিও স্কোয়াডের বাকি ফুটবলারদের প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ। স্প্যানিশ স্কোয়াডের বাকি সদস্যদের রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও উয়েফা এবং স্প্যানিশ সরকারের কোভিড-বিধি লাগু হয়েছে গোটা স্কোয়াডে। স্পেনের লা-রোজা হেডকোয়ার্টারে গোটা স্কোয়াড আপাতত আইসোলেট থাকবে পরবর্তী কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট আসা অবধি। দলীয় অনুশীলনের বদলে ব্যক্তিগত অনুশীলনের নির্দেশ জারি করা হয়েছে ফুটবলারদের উপর। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

SHORT NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed re-tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied fish seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Tulashikhar R.D.Block under Khowai Sub-Division producing available quantity of fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies for supply of major Carp mixed Fingerlings (Rohu, Mrigal, Catla) etc. in different VC areas under the Tulashikhar R.D.Block during the year 2021-22. The last date of Submission of the re-tender is **15/06/2021 up to 3.00 PM**. The eligible tenderer must be within the area of Tulashikhar R.D.Block. The interested Tenderer, may contact with the office of the undersigned on or before **14/06/2021** on any working days from 11.00 am to 4.00 PM for collection of tender form and detail terms and condition.

(NIRUPAM DAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIERS
KHOWAI SUB-DIVISION

ICA/C/920/2021--22

৬০ বছরে প্রথম ১১ দেশে ম্যাচ আয়োজন ইউরোপ জয়ের লড়াইয়ে ২৪ দেশ

লন্ডন, ৭ জুন (হি.স.) : ৬০ বছরে এই প্রথমবার ১১ দেশে ইউরো কাপের ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে কখনও ১১টি দেশে ইউরো কাপের ম্যাচ আয়োজন হয়নি। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হবে ইউরোর লড়াই। ২০২০ সালে করোনার জন্য এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারেনি উয়েফা(ইউইএফএ)। জনপ্রিয়তায় বিশ্বকাপকেও টক্কর দেয় ইউরো। এবার ম্যাচ হবে আজারবাইজান, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, নেদারলান্ডস, রোমানিয়া, রাশিয়া, স্কটল্যান্ড স্পেনে। আগামী ১১ জুলাই ইউরো কাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৬০ সালে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের নাম ছিল ইউরোপিয়ান নেশনস কাপ। ১৯৬৮ সালে এই টুর্নামেন্টের নাম বদলে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ বা ইউরো কাপ রাখা হয়। ২০১৬ ইউরোতে ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ফাইনালে অবশ্য রোনাল্ডো চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। তবে সাইডলাইনের বাইরে থেকে তিনি সতীর্থদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালে খেলা হলেও ইউরো ২০২০ বলা হচ্ছে। উয়েফার কার্যকরী কমিটি গত বছর একটি মিটিংয়ের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ২০২১ সালে আয়োজিত হলেও ইউরো ২০২০ বলা হবে। উয়েফা জানিয়েছিল, ইউরো ২০২০ নামটা উচ্চারিত হলেই বহু মানুষের মনে পড়বে, কীভাবে গোটা বিশ্বের ফুটবল পরিবার একজোট হয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল! ২০২০ সালে ইউরো কাপের ৬০ বছর পূর্তি ছিল। কিন্তু করোনার জন্য টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যায়। অনুষ্ঠানও কিছুই হবে না।

অবশেষে ঘোষিত আইপিএল সূচি ফের শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় থমকে যাওয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চতুর্দশ সিজনে বাকি থাকা ম্যাচগুলি শুরু হতে চলেছে আরব আমিরশাহীতে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ফের দুবাইতে বসতে চলেছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আসর। বিসিআই সূত্রে খবর, যে ম্যাচ থেকে স্থগিত হয়েছিল, আরব আমিরশাহীতে ১৯ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচ থেকেই শুরু হবে নতুন করে খেলা। ভারতে দশমীর দিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর দুবাইতে হবে আইপিএল-র ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

করোনা মহামারীর কারণে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আইপিএল ২০২১ টুর্নামেন্ট। গত ৪ মে কার্যত বাধ্য হয়েই আইপিএল টুর্নামেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বায়ো বাবল থাকা সত্ত্বেও ১৯জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে আইপিএল সরে যায় আরব আমিরশাহীতে। বাকি এই সিজনের ৩১টি ম্যাচ। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই টুর্নামেন্ট শেষ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। জানা গিয়েছে, একদিনে এক ভেন্যুতে দুটো করে ম্যাচ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দিনের প্রথম ম্যাচটি হবে দুপুর তিনটের সময় ও পরের ম্যাচটি হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।

গত ২ মে আইপিএল টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচ খেলা হয়েছিল। ম্যাচটা ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পঞ্জাব কিংস। এর পরেই করোনা অতিমারির কারণে এই টুর্নামেন্ট স্থগিত করে দিতে বাধ্য হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ আয়োজন করার কথা থাকলেও আইপিএল বায়ো বাবলে করোনা ভাইরাস থাবা বসানোর কারণে এই দুটো ম্যাচ প্রাথমিকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর গোটা টুর্নামেন্টই স্থগিত করে দিতে হয়।

MEMO

In pursuance to the Depttl letter vide No.F.5(24)-FISH(DEV)/KHW/2019-20/19571-72, dt 02/06/2021, the short notice inviting tender invited by the office of the undersigned Vide No.F. 4(31)-SF/KNW/DEV/2021-22/183- 84, dt.20/05/2021 for procurement of mixed IMC fingerling under action plan and other schemes for Padmabil R.D.Block during the year 2021-22 is hereby treated as cancelled.

The next date of inviting re-tender for the said block will be communicated shortly through the local daily News papers.

(Nirupam Das)
Supdt. of Fisheries
Khowai Sub-Division

ICA/C/916/2021--22

PNIT NO: ePT12/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 05.06.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 19.06.2021 for 04 (Four) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA/C/915/2021--22

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামার আগে ধাক্কা! করোনা আক্রান্ত ভারতীয় মিডফিল্ডার

ম্যাচের বাকি আর মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তাও আবার গুরুত্বপূর্ণ মাচ। আর এমন ম্যাচের আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় ফুটবল দল। কাতারের বিরুদ্ধে দুরন্ত ফুটবল খেলেও ১-০ গোলে হারতে হয়েছে সুনীল ছেত্রীদের। তবে সেই মাচে ভারতীয় দলের প্লেয়িং স্টাইল প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। তবে তার আগে ভারতীয় দলের মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা করোনা আক্রান্ত হলেন। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কোয়ালিফায়ারের মাচ। ফলে এই ম্যাচের গুরুত্ব রয়েছে ভারতীয় দলের কাছে। তাই অনিরুদ্ধর মতো ভরসাযোগ্য মিডফিল্ডারের করোনা আক্রান্তহওয়ার খবর ভারতীয় দলকে অবশ্যই ধাক্কা দেবে। আপাতত দোহায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে অনিরুদ্ধকে। তাঁর শারীরিক তেমন কোনও গুরুতর সমস্যা নেই বলেই জানা গিয়েছে।কাতার ম্যাচের দিন থেকেই শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় তাঁর। ফলে কাতারের বিরুদ্ধে মাচেও তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচের ঠিক পরদিনই অনিরুদ্ধর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। দলের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ভারতীয় মিডফিল্ডারকে। ২৩ বছর বয়সী অনিরুদ্ধ আপাতত কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। চিকিতকরা তাঁকে নজরে রেখেছেন। ভারতীয় দলের হয়ে ইতিমধ্যে ২০টি মাচ খেলে ফেলেছেন অনিরুদ্ধ। ভারতীয় দল ইতিমধ্যে ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ হারিয়েছে। তবে এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করার সুযোগ এখনও রয়েছে সুনীল ছেত্রীদের।ভারতীয় দল আপাততগ্রুপ-ই তে ছটি ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে। কাতার সাত ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে। ওমান পাঁচ মাচে ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। আফগানিস্তান ছয় মাচে ৫ পয়েন্ট। বাংলাদেশ ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের পাঁচ নম্বরে রয়েছে। কাতারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দ ১-০ গোলে হেরেছিল। ওই ম্যাচের বেশিরভাগ সময়ই দশজনে খেলেছে ভারতীয় দল। ১৭ মিনিটে রাহুল ভেকে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।

সাদাম্পটনের মাঠে সবার আগে নেমে পড়লেন রবীন্দ্র জাডেজা

বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে তাঁর প্রথম একাদশে জায়গা এখনও পাকা নয়। তবে রবীন্দ্র জাডেজার যেন আর তর সইছে না। ভারতীয় দলের প্রথম সদস্য হিসেবে সাদাম্পটনের রোজ বোল স্টেডিয়ামের মাঠে নেমে পড়লেন এই অলরাউন্ডার। সেই ছবি টুইটারেও দিয়েছেন জাড্ডু। জাডেজা হাত ঘোরানোর ছবি টুইটারে দিয়ে লিখেছেন, ''সাদাম্পটনের মাঠে প্রথম বার পা রাখলাম'' ।ভারতীয় দল কবে থেকে একজোট হয়ে অনুশীলন শুরু করতে পারবে, সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট বার্তা ঋষভ পন্থ, ইশান্ত শর্মাদের কাছে আসেনি। শোনা যাচ্ছে আগামী রবিবার অর্থাত১৩ জুনের পর থেকে সবাই একসঙ্গে অনুশীলন করতে পারবেন। তবে ফাইনালের কথা মাথায় রেখে টিম ইন্ডিয়াকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিন দিন নিভৃতবাসে কাটানোর পর প্রতি ক্রিকেটার আলাদা ভাবে অনুশীলন করতে পারবেন। সেই নিয়ম মেনে চেতেশ্বর পূজারাও মাঠে নেমে গা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছেন।গত ৩ জুন বিলেতে পা দেওয়ার পর থেকে ৬ জুন পর্যন্ত বিরাট কোহলীর দল হোটেলের ঘরে বন্দি। এই তিন দিন সতীর্থরা আড্ডা পর্যন্ত দিতে পারবেন না। ভারতীয় দলকে মোট ১০ দিনের নিভৃতবাসে থাকতে হলেও আগামী সাত দিন মাঠে নেমে অনুশীলন করতে পারবেন যশপ্রীত বুমরা, অজিঙ্ক রহাণেরা। তবে সবার আগে জাডেজা বাইশ গজের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দলের এক সহযোগীর মাধ্যমে করলেন বোলিং অনুশীলন। গত বছরের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনি টেস্ট তাঁকে শেষ বার জাতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল।

MEMO

In pursuance to the Depttl letter vide No.F.5(24)-FISH(DEO/KHW/2019-20/19571-72, dt 02/06/2021, the short notice inviting tender invited by the office of the undersigned Vide No.F. 4(31)-SF/KHW/DEV/2021-22/185- 86, dt.20/05/2021 for procurement of mixed IMC fingerling under under action plan and other schemes for Tulashikhar R.D.Block during the year 2021-22 is hereby treated as cancelled.

The next date of inviting re-tender for the said block will be communicated shortly through the local daily News papers.

(Nirupam Dos)
Supdt.of Fisheries
Khowai Sub-Division

ICA/C/910/2021--22

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref West Agt Women Q/S Case No. 2021/WAW/047 dt. 26/05/21

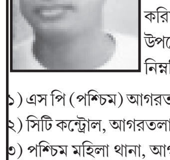

পাশের ছবিটি শ্রী দিলীপ মজুমদার (৩৮), পিতা ঃ শ্রী ধনু মজুমদার, সাং-পশ্চিম প্রতাপগড়, থানাঃ এডিনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, তাহার বর্ননা ঃ বয়স ঃ ৩৮ বছর, উচ্চতা ঃ পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ঃ ফর্সা, শারীরিক গঠন ঃ সাধারণ, পরনে ঃ সাদা/কালো রঙের জিন্স্ পেন্ট, উপরিউক্ত মোকদ্দমায় অপরাধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

উপরে উল্লেখিত অপরাধ করা আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

১) এস পি (পশ্চিম) আগরতলা ঃ ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল, আগরতলা - ০৩৮১ ২৩২- ৫৭৮৪/১০০
৩) পশ্চিম মহিলা থানা, আগরতলা - ০৩৮১-২৩২-৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
আগরতলা

ICA/D/278/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 08/EE/DWS/BLN/2021-22.

Sl No	Name of the work and DNIT No	Estimated cost	Last date of receiving of application	Last date of issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
	Hiring of Maruti Van (Omni/ Ecco) model not earlier than 2015 for DWS Sub-Division, Santirbazar for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 74/EE/DWS/BLN/2021-22	₹ 2,98,080/-	Upto 4.00PM on 17.06.2021	Upto 4.00PM on 18.06.2021	Upto 3.00PM on 22.06.2021
	Hiring of Maruti Van (Omni/ Ecco) model not earlier than 2015 for DWS Sub-Division, Rupaichari for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 75/EE/DWS/BLN/2021-22	₹ 2,98,080/-			
01.	Hiring of Maruti Van (Omni/ Ecco) model not earlier than 2015 for DWS Sub-Division, Belonia for the period of 1 (One) year (3rd Call). DNIT NO:- 139/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 2,98,080/-			

All other necessary information can be seen in the **Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia** during office hour.

(Er. T. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

ICA/C/905/2021-22

P'Nie-T No: 34/EE/bW5/bIVN/UDP/2021-22 bate : 01-06-2021
e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for Completion
1	DNIeT No:03/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹1,40,37,097.21	₹1,40,371.00	₹2,500.00	160 (One Hundred sixty) Days
2	DNIeT No:04/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2021-22	₹1,40,37,097.21	₹1,40,371.00	₹2,500.00	

1. Deadline for online biding :- Up to 15.00 Hrs on 01-07-2021
2. Time & date of opening of online bid :- At 15.30 His on 01-07-2021 if possible
3. Class of Bidder:- Appropriate Class / category as per Nie-T
4. Place for opening of online bid:- Office of the Executive Enginecr, DWS Division Udaipur, Gointi District
5. Websiie for online biding:- https://tripuratenders.gov.in

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents .for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitteil after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the c-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact:- 9774452561

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Dibyendu Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Udaipur,
Gomati District, Tripura

ICA/C/901/2021-22

PUBLIC NOTICE

As per SECC-2011 995 nos. PMAY-G beneficiaries whosename are in Permanent waiting List could not conduct Surveydue to beneficiaries not traceable under Killa RD Block area,/ and *Claims &* Objections are invited from genuine household/ within 07 days from the date of Publicity hence he/she may be*submitted* to BDO, *Killa* in plain paper, List is available on Notice Board of Block/Village Committee office.

Your faithfully
Dr. Animesh DebbarmaTCS)
Block Development Officer
Killa R.D. Block, Udaipur

ICA/D/274/2021--22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা বাতিল করার দাবীতে এনএসইউআই'র উদ্যোগে আগরতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরণা। ছবি নিজস্ব।

বজ্রপাতে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হল ২০ জনের

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : রবিবারের পর সোমবারও ব্যাপক বজ্রপাত হল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। তাতে এদিন মোট প্রাণ গেল ২০ জনের। এর মধ্যে ৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। হতাহতদের ক্ষতিপূরণের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

এদিন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে বাজ পড়ে একই সঙ্গে মৃত্যু হয় ৬ জনের। মাঠে ফসলের পরিচর্যা করছিলেন তাঁরা। তখনই বাজ পড়ে সেখানে। ঝলসে মৃত্যু হয় ৬ জনের। এছাড়া সুতির আসগরপাড়ায় বাজ পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বহরমপুরের নিমতলায় বাজ পড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

হুগলির তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙার রসিদপুরে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় এক কৃষকের। জেলার হরিপালে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। কৃষিকাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সিঙুরের নসিবপুরে বাড়ির উঠোনে গৃহস্থলির কাজ করার সময় মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় বাজ পড়ে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে মোট ২০ জনের।

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বর্ষার আগমনের মুখে দক্ষিণবঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে জলীয় বাস্পের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে প্রচুর তাপশক্তি। যার ফলে রোজই ব্যাপক বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের আকাশে। সঙ্গে চলছে ব্যাপক বজ্রপাত। যার জেরে ঘটছে প্রাণহানি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বজ্রপাতের বিপদ থেকে বাঁচতে রয়েছে একাধিক অ্যাপ। তাছাড়া আকাশে বিদ্যুতের চমক দেখেও সতর্ক হওয়া সম্ভব। বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হতে দেখলেই নিরাপদ পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বজ্রাঘাতে মৃতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিপর্যয় তহবিল থেকে দু- লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দানের অনুমোদন দিয়েছেন। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইটে এ খবর জানানো হয়।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী টুইটে জানিয়েছিলেন, “পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বজ্রাঘাতে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।“

পরিবেশ ভিত্তিক অরুণাচলের ছায়াছবি ‘ওয়াটার বারিয়াল’ জিতল জাতীয় পুরস্কার

ইটানগর, ৭ জুন (হি.স.) : পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা সংবলিত তৈরি অরুণাচল প্রদেশের চলচ্চিত্র ”ওয়াটার বারিয়াল” জাতীয় পুরস্কার জিতেছে। ৬৭-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১-এ এই ছায়াছবি পরিবেশ সুরক্ষার শ্রেণিতে পুরস্কার দখল করেছে। এই ছায়াছবিটি অরুণাচল প্রদেশের মনপা ডায়ালেক্টকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। মূলত ইয়েসে দরজি ঠংসির অসমিয়া উপন্যাস ”শব কটা মানুহ” (লাশ কাটা মানুষ) থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় পুরস্কার জয়ে চলচ্চিত্রের প্রযোজক সঞ্জীব নারায়ণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ”ওয়াটার বারিয়াল” ছায়াছবি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা শান্তনু সেন তৈরি করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য এই ছায়াছবি প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে মূলস্রোতের সংবাদ মাধ্যমের নজরে পড়েছে এই ছায়াছবি। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এক টুইট বার্তায় সমগ্র টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতীয় পুরস্কার জয়ী হওয়ার জন্য ”ওয়াটার বারিয়াল”-এর পুরো টিমকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাও টুইট বার্তায় বলেন, পরিবেশ দিবসে ”ওয়াটার বারিয়াল” ছায়াছবি জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিল্লি এইমসে শুরু ২-১৮ বয়সিদের কোভ্যাক্সিনের ক্লিনিকাল ট্রায়াল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): এবার দিল্লি এইমস-এও শুরু হল অল্পবয়সিদের মধ্যে কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল। ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া(ডিসিজিআই)এর সবুজ সংকেত পেতেই ট্রায়ালের কাজ শুরু করল দিল্লি এইমস।, সোমবার থেকেই এই ট্রায়ালের জন্য ২-১৮ বছর বয়সি শিশুদের বেছে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে দিল্লি এইমস।

গত ১ জুন ২-১৮ বছর বয়সিদের উপর কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল শুরু করেছিল পাটনা এইমস। এবার দিল্লি এইমস-এও শুরু হল অল্পবয়সিদের মধ্যে কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল। ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া(ডিসিজিআই)এর সবুজ সংকেত পেতেই ট্রায়ালের কাজ শুরু করল দিল্লি এইমস। সোমবার থেকেই এই ট্রায়ালের জন্য ২-১৮ বছর বয়সি শিশুদের বেছে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে দিল্লি এইমস।

গত মাসে ২-১৮ বছর বয়সিদের উপর কোভ্যাক্সিনের ট্রায়ালের রেকমেন্ডেশন দেয় একটি সাবজেক্ট এক্সপার্ট কমিটি। তারপর গত ১২ মে তাতে সায় দেয় ডিসিজিআ।

করোনার দ্বিতীয় ওয়েভে আগের তুলনায় শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে। তাই, ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত শিশুদের টিকাকরণের প্রস্তুতির পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।প্রসঙ্গত, গত ২ জুন ১২-১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ শুরু করেছে ফ্রান্স।

আমেরিকায় দৈনিক করোনায় মৃত্যু কমে ১৬৪

ওয়াশিংটন, ৭ জুন (হি.স.): আমেরিকায় কোভিডে সংক্রমণের হার আরও কমে গেল, মৃত্যুর সংখ্যাও ২০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ১৬৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকায় রবিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৪০৮ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৪,২১০, ৭৮২-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ।

আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ১২ হাজার ৩৬৬ জনের। আমেরিকায় সুস্থতার হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ২৮,১২২,৭৩৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৭৯ জন।

মার্কেট ও দফতর খুলে গেল দিল্লিতে, মেট্রো পরিষেবাও শুরু রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): করোনার প্রকোপে ক্লান্ত রাজধানী দিল্লি ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে। কিছু কিছু বিধিনিষেধের সঙ্গে আনলক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে দিল্লিতে, খুলে গিয়েছে ফ্যাক্টরি, শুরু হয়েছে নির্মাণকাজ। সোমবার থেকে দিল্লিতে খুলে গেল মার্কেট ও দফতর। শুরু হয়েছে মেট্রো পরিষেবাও। করোনাকে ঠেকাতে দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে লকডাউন লাগু ছিল দিল্লিতে। গত ১০ মে থেকে বন্ধ ছিল মেট্রো পরিষেবা।

ধীরে ধীরে করোনার সংক্রমণ কমছে রাজধানীতে, কমছে মৃত্যুও। তাই ধাপে ধাপে সমস্ত কিছু উন্মুক্ত করে দিচ্ছে দিল্লি সরকার। সোমবার থেকেই দিল্লিতে শুরু হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। কোভিড-বিধি মেনেই শুরু হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। এদিন থেকেই জোড়-বিজোড় নীতিতে খুলে গিয়েছে মার্কেট। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে মার্কেট। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, 'কাজে ফিরে আমরা ভীষণ খুশি। সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি।' উল্লেখ্য, সিনেমা হল, থিয়েটার, বার, জিম, সেলুন, বিউটি পার্লর আপাতত খুলছে না দিল্লিতে।

অসমে মাদক-বিরোধী অভিযান অব্যাহত এবার বোকাজানে মাঠি খুঁড়ে উদ্ধার ২.৫ কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার এক

বোকাজান (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : গত মাসখানেক থেকে অসমের প্রায় প্রতিটি জেলায় পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে কোটি কোটি টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার হচ্ছে। গত ৫ জুন অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী মাইঘুলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলাশবাড়ি এবং কামরূপ পুলিশ দুই মহিলার হেফাজত থেকে প্রায় তিন কোটি ৫০ লক্ষ টাকার দুই কেজি ব্রাউন সুগার এবং নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল। এবার কারবি আংলং জেলার মহকুমা সদরের জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে মাটি খুঁড়ে প্রায় ২.৫ কোটি টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার সঙ্গে এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ক্ষমতায় বসেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে কড়া হাতে মাদক কারবার ও পাচার রোধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী গত মাসখানেক থেকে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় চলছে পুলিশের নেশাদ্রব্য পাচার ও কারবার-বিরোধী অভিযান। প্রতিদিনই ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে অসম পুলিশ। তবে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ড্রাগস কারবারিরাও তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। কখনও হোম ডেলিভারির গাড়ি, কখনও সেনাবাহিনীর স্টিকার সাঁটা গাড়িতে, আবার কখনও মুখে মাস্কের ভিতরে করে পাচার করা হচ্ছে ড্রাগস। তবে কোথাও কোথাও জঙ্গলে বা নিজের শয়নকক্ষে মাটির নিচে পুঁতে লুকিয়ে রাখার ঘটনাও প্রকাশ্যে আসছে।

গত কয়দিন ধরে রাজ্যের অন্য জেলার মতো পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙেও নেশা বিরোধী অভিযান তীব্র করে তুলেছে পুলিশ প্রশাসন। অনুরূপভাবে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বোকাজান পুলিশ খটখটি এলাকায় টিলাবস্তির জনৈক আব্দুল কাদিরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস। পুলিশ কাদিরের বাড়ির পেছনে মাটি খুঁড়ে প্লাস্টিকে মোড়া ২৬টি সাবান ক্যাসে ৩৩১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা হবে বলে ধারণা পুলিশের।

পুলিশের ধারণা, হেরোইনগুলো নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে নগাঁওয়ে পাচারের মতলবে ছিল ড্রাগস কারবারি আব্দুল কাদিরের। কাদেরের সঙ্গে ড্রাগস কারবারে আরও কয়েকজন জড়িত বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। তাই তাকে থানায় আটক করে পুলিশ টানা জেরা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪০

ইসলামাবাদ, ৭ জুন (হি.স.) : পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ জন। সোমবার স্যার সৈয়দ এক্সপ্রেস ট্রেন ও মিল্লাত এক্সপ্রেসের সংঘর্ষেরে ঘটনা ঘটে। দু”টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন শতাধিক যাত্রী। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সিন্ধু প্রদেশের ঘোটকি জেলার ধারকির কাছে রাইতি ও ওবারো রেল স্টেশনের মাঝে। এদিন সকালে লাহোর থেকে করাচি অভিমুখে যাচ্ছিল স্যার সৈয়দ এক্সপ্রেস ট্রেন, করাচি থেকে সারগোধা অভিমুখে যাচ্ছিল মিল্লাত এক্সপ্রেস। রাইতি ও ওবারো রেল স্টেশনের মাঝে দু”টি ট্রেনের সংঘর্ষের জেরে মিল্লাত এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিগুলি উল্টে যায়।

ইতিমধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনায় স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়ে শোকবার্তায় বলেন, দু”টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংঘর্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত। ইমরান খান টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুতে ব্যথিত। বিস্তৃত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।'

ঘোটকি ডেপুটি কমিশনার উসমান আব্দুল্লাহ জানিয়েছেন, 'সংঘর্ষের জেরে ১৩-১৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায় এবং ৬-৮টি বগি সম্পূর্ণ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে।'

কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিনের তুলনায় বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবডি তৈরিতে সক্ষম

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন, কোভ্যাক্সিনের তুলনায় বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবডি তৈরিতে সক্ষম ! অতি সাম্প্রতিক চিকিৎসক এ.কে. সিং এবং টিমের সহায়তায় চলা একটি অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন, কোভ্যাক্সিনের তুলনায় বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবডি তৈরিতে সক্ষম। এই গবেষণায় স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর টিকা প্রয়োগ করে উঠে এসেছে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি।

সিরাম ইনস্টিটিউটের অক্সফোর্ড কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের পাশাপাশি দেশজুড়ে চলছে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন টিকাকরন। এই দুটির মধ্যে কে ভালো ফল করছে অ্যান্টিবডি তৈরিতে, তা নিয়ে বেশ কয়েকবার তুলনামূলক গবেষণা চলেছে। এরই মধ্যে চিকিৎসক এ.কে. সিং এবং টিমের সহায়তায় চলা অপ্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে দেখানো হয়েছে, ৫১৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ৯৫ শতাংশের শরীরে দ্বিতীয় ডোজের পর বেশি সংখ্যায় অ্যান্টিবডি পাওয়া গিয়েছে। কোভিশিল্ড নিয়েছেন এমন ৪২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে মিলেছে ৯৮.১ শতাংশ অ্যান্টিবডি। কোভ্যাক্সিন নেওয়া ৯০ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় ৮০ শতাংশ। যদিও পূর্বের একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রথম ডোজের পর কোভিশিল্ডের এফিকেসি ৭০ শতাংশ, অন্যদিকে তৃতীয়বারের পরীক্ষার পর কোভ্যাক্সিনের এফিকেসি ৮১ শতাংশ।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ১-লক্ষ, দেশে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ৩৪৯,১৮৬

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য আড়াই হাজারের কাছেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৬৩৬ জন, এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ২,৪২৭ জন রোগীর। একইসঙ্গে রবিবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৯৯ জন। কোভিড টিকাকরণ সমানতালেই চলছে, ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৩,২৭,৮৬,৪৮২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল দেশে আক্রান্তের সংখ্যা প্রথমবার ১ লক্ষ পেরিয়েছিল। ক্রমেই বাড়তে বাড়তে সংক্রমণ পৌঁছে গিয়েছিল ৪ লক্ষতে। কমতে কমতে সোমবার ফের এক লক্ষের দোরগোড়ায় নেমে এল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা।

সক্রিয় রোগীর সংখ্যা আরও কমে গেল ভারত, বিগত ২৪ ঘন্টায় হ্রাস হয়েছে ৭৬,১৯০। ৭৬ হাজার ১৯০ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ ০১ হাজার ৬০৯-তে (৪.৮৫ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৪২৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩, ৪৯,১৮৬ জন (১.২১ শতাংশ) ।সংক্রমণ হ্রাসের মধ্যে সুস্থতাই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৯৯ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৭১,৫৯,১৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৯৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৮২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৩,৯০,৯১৬ জনকে।

নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের, পেট্রোল ও ডিজেল ফের মহার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): কমছে না, বরং পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে ভারতে। রবিবারের পর সোমবারও দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সহ দেশের সর্বত্রই বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। নতুন করে ২৮ পয়সা দাম বাড়ার পর রাজধানী দিল্লিতে সোমবার পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৫.৩১ টাকা এবং ২৭ পয়সা বৃদ্ধির ডিজেলের দাম ৮৬.২২ টাকা। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৫.২৮ টাকা এবং ডিজেলের নতুন দাম ৮৯.০৭ টাকাউ

মুম্বইয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মুম্বইয়ে সোমবার পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ১০১.৫২ টাকায় এবং ডিজেলের দাম ৯৩.৫৮ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৬.৭১ টাকা প্রতি লিটার এবং ৯০.৯২ টাকা প্রতি লিটার। কোনও দিন বাড়ছে, কোনও দিন আবার অপরিবর্তিত থাকছে, কিন্তু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ফলে রোজই চিন্তা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস দেশের সাধারণ মানুষ।

পুণের রাসায়নিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত বেড়ে ১৮, মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা প্রধামন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.) : সোমবার বিকেলে পুণের একটি স্যানিটাইজার তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ জন। মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। এখনও পর্যন্ত কারখানার ডজনখানেক কর্মী ভিতরেই আটকা পড়ে রয়েছেন বলে খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের বিরাট বাহিনী। মোট ৬টি ইঞ্জিন আপাতত কাজ করছে। আগুন দ্রুত আয়ত্তে আনার চেষ্টা চলছে। রাসায়নিক কারখানায় আগুনে মৃত ১৮ জনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিভাবে আগুন লেগেছে তা তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, পুনের লাউসা রোডের উরভাদে গ্রামের এসভিএস অ্যাকোয়া টেকনোলজিস নামে এক স্যানিটাইজার কারখানায় ভয়ঙ্কর আগুন লাগে। মারাত্মক গতিবেগে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা কারখানায়। গলগল করে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বহু কর্মী। তাঁদের খোঁজ চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, কারখানার ভিতরে মোট ৩৭ জন কর্মী কাজ করছিলেন। তখনই আচমকা আগুন লেগে যায়। ভিতরেই আটকে পড়েন কর্মীরা। ২০ জনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এখনও কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করছেন মানুষ। আবার কেউ কেউ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বীভতস অগ্নিকাণ্ড দেখছেন। স্যানিটাইজার তৈরি হত ওই কারখানায়। দাহ্য পদার্থে সহজেই আগুন লেগে যায়। তবে ঠিক কী থেকে আগুন লেগেছে এখনও তা স্পষ্ট নয়। তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলেই খবর। তবে নিখোঁজ কর্মীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।